ষষ্ঠ অধ্যায়

পুরুষ-সূক্তের স্বীকৃতি

শ্লোক ১

ব্রহ্মোবাচ

বাচাং বহ্নের্মুখং ক্ষেত্রং ছন্দসাং সপ্ত ধাতবঃ।
হব্যকব্যামৃতান্নানাং জিহ্বা সর্বরসস্য চ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মাজী বললেন; **বাচাম্**—বাণীর; **বহ্নেঃ**—অগ্নির; **মুখম্**—মুখ; **ক্ষেত্রম্**—জননস্থল; **ছন্দসাম্**—গায়ত্রী আদি বৈদিক মন্ত্রের; **সপ্ত**—সাত; **ধাতবঃ**—ত্বক এবং অন্য ছটি স্তর; **হব্যকব্য**—দেবতা এবং পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তু; **অমৃত**—মানুষদের আহার; **অন্নানাম্**—সর্বপ্রকার খাদ্যের; **জিহ্বা**—জিহ্বা; **সর্ব**—সমস্ত; **রসস্য**—সর্বপ্রকার স্বাদের; **চ**—ও।

অনুবাদ

ব্রহ্মাজী বললেন ঃ সেই বিরাট পুরুষের মুখ বাক্ ইন্দ্রিয় এবং তাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নির উৎপত্তি স্থান, তাঁর ত্বক আদি সপ্তধাতু গায়ত্রী আদি বেদের সপ্ত ছন্দের ক্ষেত্র। তাঁর জিহ্বা হব্য (দেবতাদের অন্ন), কব্য (পিতৃদের অন্ন), অমৃত (মনুষ্যদের অন্ন), মধুরাদি ষড়বিধ রসের উৎপত্তিস্থান।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানের বিরাট রূপের ঐশ্বর্যের বর্ণনা হয়েছে। এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তাঁর মুখ হচ্ছে সর্বপ্রকার বাণীর এবং তাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নিদেবের উৎপত্তি-স্থল। ত্বক আদি তাঁর দেহের সপ্ত আবরণ গায়ত্রী আদি বেদের সপ্ত-ছন্দের উৎপত্তি-স্থল। গায়ত্রী সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের শুভারম্ভ; সেকথা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেহেতু বিভিন্ন জনন-কেন্দ্রগুলি হচ্ছে ভগবানের বিরাট রূপের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এবং যেহেতু ভগবানের রূপ জড় সৃষ্টির অতীত, তাই বুঝতে হবে যে বাগিন্দ্রিয়, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের অপ্রাকৃত রূপেও এগুলি রয়েছে। জড় বাগিন্দ্রিয় অথবা আহার করার ক্ষমতা, প্রকৃতপক্ষে ভগবান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। এই সমস্ত ক্ষমতাগুলি সবকিছুই আদি উৎসের বিকৃত

প্রতিফলন, এবং অপ্রাকৃত জগৎ চিদ্বৈচিত্র্যরহিত নয়। জড় জগতের সমস্ত বিকৃত বৈচিত্র্য তাদের প্রকৃত চিন্ময় স্বরূপে চিজ্জগতে পূর্ণরূপে বিরাজমান। তার একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে জড় কার্যকলাপ প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত, কিন্তু চিৎ জগতের সমস্ত আচরণ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; কেননা সেগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে অনন্য ভক্তিসহকারে ভগবানের সেবা করা।

চিৎজগতে পরমেশ্বর ভগবান সবকিছুর পরম ভোক্তা, এবং সেখানে সমস্ত জীব ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। তাদের আচরণে প্রকৃতির গুণের কলুষের লেশমাত্র নেই। চিৎজগতের কার্যকলাপ জড় জগতের উন্মত্ততা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। মায়াবাদীদের কল্পিত যে নির্বিশেষবাদ বা শূন্যবাদ চিৎজগতে তার কোন প্রশ্নই উঠে না।

নারদ পঞ্চরাত্রে ভগবদ্ভক্তির বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

যেহেতু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহ ইন্দ্রিয়ের উৎস ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তাই জড় জগতের কামোদ্দীপক কার্যকলাপ ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে শুদ্ধ করতে হয়, এবং এইভাবে আমাদের বর্তমান অবস্থার জড়জাগতিক কার্যকলাপকে পবিত্র করার মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতা লাভ করা যায়। এই শুদ্ধিকরণের পন্থা শুরু হয় বিভিন্ন প্রকার উপাধির ধারণা থেকে মুক্ত হওয়ার স্তর থেকে।

প্রতিটি জীবই তার নিজের অথবা তার পরিবারের অথবা সমাজের, দেশের ইত্যাদি কারো না কারো সেবায় সব সময় যুক্ত, কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, এই সমস্ত সেবা সম্পাদিত হয় জড় আসক্তির ফলে। ভগবানের সেবার মাধ্যমে জড় আসক্তি পরিবর্তন করা সম্ভব এবং তার ফলে আপনা থেকেই ভবরোগ নিরাময়ের চিকিৎসার শুরু হয়। তাই ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন মুক্তিলাভের অন্যান্য সমস্ত পন্থা থেকে অনেক সহজ। ভগবদ্গীতায় (১২/৫) তাই বলা হয়েছে যারা অব্যক্তরূপের প্রতি আসক্ত তাদের কেবল অধিক থেকে অধিকতর ক্লেশই লাভ হয়—*ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।*

শ্লোক ২

সর্বাসূনাঞ্চ বায়োশ্চ তন্নাসে পরমায়ণে।
অশ্বিনোরোষধীনাঞ্চ ঘ্রাণো মোদপ্রমোদয়োঃ॥ ২॥

সর্ব—সমস্ত; **অসূনাম্**—বিভিন্ন প্রকার প্রাণবায়ু; **চ**—এবং; **বায়োঃ**—বায়ুর; **চ**—ও; **তৎ**—তাঁর; **নাসে**—নাকে; **পরমায়ণে**—দিব্য জননকেন্দ্রে; **অশ্বিনোঃ**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের; **ওষধীনাম্**—ওষধিসমূহের; **চ**—ও; **ঘ্রাণঃ**—তাঁর ঘ্রাণশক্তি; **মোদ**—আনন্দ; **প্রমোদয়োঃ**—বিশেষ ক্রীড়া।

অনুবাদ

তাঁর নাসারন্ধ্রদ্বয় সমস্ত জীবের প্রাণের ও বায়ুর উৎপত্তিস্থল, তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় থেকে অশ্বিনী কুমারদ্বয় এবং সর্বপ্রকার ওষধি উৎপন্ন হয়েছে এবং শ্বাসশক্তি থেকে বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি উৎপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩

রূপাণাং তেজসাং চক্ষুর্দিবঃ সূর্যস্য চাক্ষিণী।
কর্ণৌ দিশাঞ্চ তীর্থানাং শ্রোত্রমাকাশশব্দয়োঃ ॥ ৩ ॥

রূপাণাম্—সর্বপ্রকার রূপের; **তেজসাম্**—সর্বপ্রকার প্রকাশমান বস্তুর; **চক্ষুঃ**—চোখ; **দিবঃ**—দেবলোকের; **সূর্যস্য**—সূর্যের; **চ**—ও; **অক্ষিণী**—অক্ষিগোলক; **কর্ণৌ**—কর্ণদ্বয়; **দিশাম্**—সমস্ত দিকসমূহের; **চ**—এবং; **তীর্থানাম্**—সমস্ত বেদের; **শ্রোত্রম্**—শ্রবণেন্দ্রিয়; **আকাশ**—আকাশ; **শব্দয়োঃ**—সর্বপ্রকার শব্দের।

অনুবাদ

তাঁর নেত্র রূপসমূহের এবং রূপ প্রকাশক বস্তুসমূহের উৎপত্তিস্থল। তাঁর নেত্রগোলকদ্বয় স্বর্গ এবং সূর্যের উৎপত্তিস্থল। তাঁর কর্ণদ্বয় দিকসমূহ এবং সমস্ত বেদের উৎপত্তি স্থান, এবং তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ এবং সর্বপ্রকার শব্দের উৎপত্তিস্থল।

তাৎপর্য

তীর্থানাম্ শব্দটি কখনো কখনো তীর্থস্থানরূপে ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে তার অর্থ হচ্ছে বৈদিক দিব্য জ্ঞানের আহরণ। বৈদিক জ্ঞানের প্রচারককেও তীর্থ বলা হয়।

শ্লোক ৪

তদ্গাত্রং বস্তুসারাণাং সৌভগস্য চ ভাজনম্।
ত্বগস্য স্পর্শবায়োশ্চ সর্বমেধস্য চৈব হি ॥ ৪ ॥

তৎ—তাঁর; **গাত্রম্**—শরীর; **বস্তুসারাণাম্**—সমস্ত বস্তুর সার; **সৌভগস্য**—সর্বপ্রকার সৌভাগ্যের সুযোগ; **চ**—এবং; **ভাজনম্**—উৎপত্তিস্থল; **ত্বক্**—ত্বক্; **অস্য**—তাঁর; **স্পর্শ**—স্পর্শ; **বায়োঃ**—গতিশীল বায়ুর; **চ**—ও; **সর্ব**—সর্বপ্রকার; **মেধস্য**—যজ্ঞের; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—সঠিক।

অনুবাদ

তাঁর শরীর বস্তুশক্তি সমূহের এবং সৌভাগ্যের স্থান। তাঁর ত্বক গতিশীল বায়ু, স্পর্শ এবং সর্বপ্রকার যজ্ঞের উৎপত্তিস্থল।

তাৎপর্য

বায়ু সমস্ত লোক সমূহের গতিশীল তত্ত্ব, এবং তাই ঈপ্সিতলোকে উন্নীত হওয়ার প্রকৃত উপায়। যজ্ঞসমূহ তাঁর শরীর এবং তাই স্বাভাবিকভাবে সমস্ত সৌভাগ্যের উৎস।

শ্লোক ৫

রোমাণ্যুদ্ভিজ্জজাতীনাং যৈর্বা যজ্ঞস্তু সম্ভৃতঃ।
কেশশ্মশ্রুনখান্যস্য শিলালোহাভ্রবিদ্যুতাম্ ॥ ৫ ॥

রোমাণি—দেহের লোম; **উদ্ভিজ্জ**—বনস্পতি; **জাতীনাম্**—জাতি সমূহের; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **তু**—কিন্তু; **সম্ভৃতঃ**—বিশেষরূপে সেবিত; **কেশ**—কেশ; **শ্মশ্রু**—দাড়ি; **নখানি**—নখ সমূহ; **অস্য**—তাঁর; **শিলা**—পাথর; **লোহা**—লৌহ ধাতু; **অভ্র**—মেঘ; **বিদ্যুতাম্**—তড়িৎ।

অনুবাদ

তাঁর রোমসমূহ সমস্ত বনস্পতির উৎপত্তিস্থল। তাঁর কেশদাম ও শ্মশ্রুসমূহ মেঘসমূহের উৎপত্তি স্থান এবং তাঁর নখসমূহ বিদ্যুতের, শিলা ও ধাতুর উৎপত্তি স্থান।

তাৎপর্য

ভগবানের মসৃণ নখসমূহ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং কেশদামে মেঘ বিরাজ করে। তাই ভগবানের শরীর থেকে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ সংগ্রহ করা যায়। তাই বেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে সবকিছুই ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ভগবান হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ।

শ্লোক ৬

বাহবো লোকপালানাং প্রায়শঃ ক্ষেমকর্মণাম্ ॥ ৬ ॥

বাহবঃ—বাহুযুগল; **লোকপালানাম্**—লোকসমূহের অধিপতি দেবতাগণ; **প্রায়শঃ**—প্রায় সর্বদা; **ক্ষেমকর্মণাম্**—যারা জনসাধারণের নেতা এবং রক্ষক।

অনুবাদ

ভগবানের বাহুদ্বয় মহান্ দেবতা এবং জনসাধারণের রক্ষক নেতাদের উৎপত্তিস্থল।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকটির ভাব শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও (১০/৪১-৪২) ব্যক্ত হয়েছে এবং সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ।।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।।

সমস্ত শক্তিশালী রাজা, নেতা, বিদ্বান পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, যন্ত্রবিদ্, আবিষ্কর্তা, পুরাতত্ত্ববিদ্, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ্, অর্থনীতিবিদ্, বিশাল ব্যবসায়ী, তথা ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, বরুণ, মরুৎ আদি শক্তিশালী দেবতা, যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্যকলাপ রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তিশালী অংশ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত জীবের পরম পিতা যাঁরা তাঁদের বাসনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ এবং নিম্নপদে অধিষ্ঠিত। তাঁদের কেউ কেউ,উপরে যাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন।

প্রতিটি প্রকৃতিস্থ মানুষের নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে জীব, তা সে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, কখনোই পরম পুরুষ নয় এবং স্বতন্ত্র নয়। সমস্ত জীবকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাদের বিশেষ শক্তি, যা এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, তার উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তারা যদি যথাযথভাবে আচরণ করে, তাহলে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করার মাধ্যমেই কেবল তারা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে, অর্থাৎ তারা নিত্য জীবন, পূর্ণজ্ঞান এবং অন্তহীন আনন্দ লাভ করতে পারবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর শক্তিশালী মানুষেরা তাদের শক্তির উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে স্বীকার না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মায়ার মোহময়ী শক্তির দ্বারা প্রভাবিত থাকবে। মায়ার প্রভাব এমনই যে শক্তিশালী মানুষেরাও তার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভ্রান্তিবশত নিজেদের সর্বেসর্বা বলে মনে করে এবং তাই ভগবচ্চেতনা বিকাশ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, অহঙ্কারের প্রভাব (আমি এবং আমার) এই পৃথিবীতে অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রকটিত হয়েছে, এবং মানব সমাজে তাই জীবন সংগ্রাম অত্যন্ত কঠোর হয়েছে। বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের তাই অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত শক্তির চরম উৎস বলে স্বীকার করা এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভ করার জন্য তাঁর বন্দনা করা।

পরমেশ্বর ভগবানকে সবকিছুর অধীশ্বর বলে স্বীকার করার মাধ্যমে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের স্থান যেখানেই হোক না কেন, কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা অবগত হয়ে তাঁর প্রতি প্রীতিপরায়ণ হন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের ঈপ্সিত পরম শান্তি লাভ করতে পারবেন।

মনের শান্তি বা মনের সুস্থ অবস্থা তখনই কেবল লাভ করা যায়, যখন মন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। ভগবানের বিভিন্ন অংশ ভগবানের সেবা করার বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন, ঠিক যেমন বিরাট ব্যবসায়ীর পুত্রেরা তাদের পিতার কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভ করে। পিতার বাধ্য পুত্র কখনো পিতার ইচ্ছার বিরোধিতা করে না এবং তার ফলে সে পরিবারের অধ্যক্ষ পিতার অনুগামী হয়ে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে। তেমনই, সমস্ত জীবের কর্তব্য হচ্ছে পরমপিতা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে পিতার বিশ্বস্ত পুত্রের মতো সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করা। এই মনোভাব অচিরেই মানব সমাজে শান্তি এবং সমৃদ্ধি আনয়ন করবে।

শ্লোক ৭

বিক্রমো ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ ক্ষেমস্য শরণস্য চ।
সর্বকামবরস্যাপি হরেশ্চরণ আস্পদম্ ॥ ৭ ॥

বিক্রমঃ—পদক্ষেপ; **ভূঃ-ভুবঃ**—অধো এবং ঊর্ধ্ব লোকের; **স্বঃ**—স্বর্গলোকের; **চ**—ও; **ক্ষেমস্য**—আমাদের কাছে যা কিছু আছে তার সুরক্ষা করা; **শরণস্য**—নির্ভয়তার; **চ**—ও; **সর্বকাম**—আমাদের যা কিছু প্রয়োজন; **বরস্য**—সর্বপ্রকার বরের বা আশীর্বাদের; **অপি**—ঠিক ঠিক; **হরেঃ**—ভগবানের; **চরণ**—শ্রীপাদপদ্ম; **আস্পদম্**—আশ্রয়।

অনুবাদ

সেই পুরুষের পদক্ষেপ ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোকের আশ্রয়। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আমাদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহকে রক্ষা করে, সর্বপ্রকার ভয় থেকে রক্ষা করে এবং সর্ববিধ কাম ও সকল প্রকার বর আশীর্বাদের আশ্রয়স্থল।

তাৎপর্য

সর্বপ্রকার ভয় থেকে পূর্ণ সুরক্ষার জন্য এবং জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূরণের জন্য আমাদের অবশ্যই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, এবং তা কেবল এই লোকেই নয় সমস্ত ঊর্ধ্ব, অধো এবং স্বর্গলোকেও। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে এই পূর্ণ শরণাগতিকে বলা হয় শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি, এবং এই শ্লোকে তা সরাসরিভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে কারোরই কোনপ্রকার সংশয় পোষণ করা উচিত নয় অথবা অন্য দেবদেবীদের সাহায্যও প্রার্থনা করা উচিত নয়, কেননা তাঁরাও কেবল ভগবানের উপর নির্ভরশীল। ভগবান ব্যতীত সকলেই ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল। এমনকি সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মাও পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল।

শ্লোক ৮

অপাং বীর্যস্য সর্গস্য পর্জন্যস্য প্রজাপতেঃ।
পুংসঃ শিশ্ন উপস্থস্তু প্রজাত্যানন্দনিবৃতেঃ ॥ ৮ ॥

অপাম্—জলের ; **বীর্যস্য**—বীর্যের ; **সর্গস্য**—সৃষ্টির ; **পর্জন্যস্য**—বৃষ্টির ; **প্রজাপতেঃ**—স্রষ্টার ; **পুংসঃ**—ভগবানের ; **শিশ্নঃ**—জননেন্দ্রিয় ; **উপস্থস্তু**—যে স্থানে জননেন্দ্রিয় অবস্থিত ; **প্রজাতি**—জন্ম দেওয়ার জন্য ; **আনন্দ**—আনন্দ ; **নিবৃতেঃ**—কারণ।

অনুবাদ

ভগবানের জননেন্দ্রিয় থেকে জল, বীর্য, জনন, বৃষ্টি এবং প্রজাপতিদের উৎপত্তি হয়েছে। তাঁর জননেন্দ্রিয় সমস্ত সুখের কারণ যা জননের ক্লেশকে লাঘব করে।

তাৎপর্য

জননেন্দ্রিয় এবং জননের সম্ভোগ পারিবারিক ভার বহনরূপ ক্লেশের প্রতিকার করে। ভগবানের কৃপায় যদি জননেন্দ্রিয়ের উপর এক আনন্দ প্রদায়ক বস্তুর আবরণ না থাকত, তা হলে জীব সম্পূর্ণরূপে জনন কার্য থেকে বিরত হত। এই বস্তুটি এমনই এক তীব্র আনন্দ প্রদান করে, যার ফলে পারিবারিক দুঃখ-দুর্দশার ভার সম্পূর্ণরূপে প্রতিকার হয়। মানুষ এই আনন্দদায়ক বস্তুটির দ্বারা এমনই মোহিত হয় যে,কেবল একটি সন্তান লাভ করে সে সন্তুষ্ট হয় না, তাদের ভরণ পোষণের বিরাট দায়িত্ব সত্ত্বেও, কেবলমাত্র এই আনন্দ লাভের জন্য বহু সন্তান উৎপাদন করে।

এই আনন্দদায়ক বস্তুটি যেহেতু ভগবানের অপ্রাকৃত দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে তাই তা মিথ্যা নয়। অর্থাৎ এই আনন্দদায়ক বস্তুটি বাস্তব, কিন্তু কলুষিত জড় জগতের প্রভাবে তা এক বিকৃত রূপ গ্রহণ করেছে।

জড় জগতে, জড় বস্তুর সংসর্গের ফলে যৌন জীবন বহু দুঃখ দুর্দশার কারণ। তাই, জড় জগতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যৌন জীবন উপভোগের ব্যাপারে চেষ্টা করা উচিত নয়। জড় জগতে সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু সেই কার্য পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে সম্পাদন করা উচিত।

এই জড় জগতে জীবনের পারমার্থিক মূল্যায়ন কেবল মনুষ্য শরীরেই উপলব্ধি করা যায়, এবং মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পারমার্থিক মূল্যের ভিত্তিতেই পরিবার-পরিকল্পনা করা, অন্য কোনও ভাবে নয়। গর্ভনিরোধক বস্তু ইত্যাদির দ্বারা পরিবার-নিয়ন্ত্রণ জঘন্যতম জড় কলুষ। যে সমস্ত জড়বাদী এই সমস্ত প্রক্রিয়ার উপযোগ করে, তারা পারমার্থিক উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে কৃত্রিম উপায়ে জননেন্দ্রিয়ের আনন্দদায়িনী আবরণের পূর্ণ উপভোগ করতে চায়। পারমার্থিক মূল্যায়নের বিষয়ে অজ্ঞ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা কেবল জননেন্দ্রিয়ের সুখ উপভোগেরই চেষ্টা করে।

শ্লোক ৯

পায়ুর্যমস্য মিত্রস্য পরিমোক্ষস্য নারদ ।
হিংসায়ার্নিঋতের্মৃত্যোর্নিরয়স্য গুদং স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥

পায়ুঃ—গুহ্যেন্দ্রিয় ; **যমস্য**—মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা যমের ; **মিত্রস্য**—মিত্রের ; **পরিমোক্ষস্য**—মলত্যাগের স্থান ; **নারদ**—হে নারদ ; **হিংসায়াঃ**—হিংসার ; **নিঋতেঃ**—দুর্ভাগ্যের ; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর ; **নিরয়স্য**—নরকের ; **গুদম্**—পায়ু স্থান ; **স্মৃতঃ**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

হে নারদ, সেই পুরুষের গুহ্যেন্দ্রিয় হচ্ছে যম, মিত্র ও মলত্যাগের স্থান, এবং তাঁর পায়ু হিংসা, দুর্ভাগ্য, মৃত্যু এবং নরকের আশ্রয় বলে খ্যাত।

শ্লোক ১০

পরাভূতেরধর্মস্য তমসশ্চাপি পশ্চিমঃ ।
নাড্যো নদ-নদীনাঞ্চ গোত্রাণামস্থিসংহতিঃ ॥ ১০ ॥

পরাভূতেঃ—পরাজয়ের ; **অধর্মস্য**—অধর্মের ; **তমসঃ**—অজ্ঞানের ; **চ**—এবং ; **অপি**—ও ; **পশ্চিমঃ**—পৃষ্ঠদেশ ; **নাড্যঃ**—অন্ত্রের ; **নদ**—মহান নদী ; **নদীনাম্**—নদী সমূহের ; **চ**—ও ; **গোত্রানাম্**—পর্বতের ; **অস্থি**—অস্থি ; **সংহতি**—সংকলন।

অনুবাদ

সেই বিরাট পুরুষের পৃষ্ঠদেশ পরাভব, অধর্ম ও অজ্ঞানের স্থান, তাঁর নাড়ীসমূহ নদ-নদীর এবং তাঁর অস্থিরাজি পবর্তসমূহের অধিষ্ঠান।

তাৎপর্য

ভগবানের নিরাকার ধারণা খণ্ডন করার জন্য এখানে ভগবানের দিব্য অঙ্গের গঠন প্রণালীর সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবানের অঙ্গের (বিশ্বরূপের) যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীত হয় যে ভগবানের দিব্য রূপ জড় অবস্থাগত রূপ থেকে ভিন্ন। কোন অবস্থাতেই তিনি নিরাকার বা নির্বিশেষ নন। অজ্ঞানতা হচ্ছে ভগবানের পৃষ্ঠদেশ, এবং তাই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের অজ্ঞানতাও ভগবানের শারীরিক ধারণা থেকে পৃথক নয়। যেহেতু তাঁর অঙ্গ সমস্ত বস্তুর সমগ্র রূপ, তাই কেউই দাবী করতে পারে না যে তিনি নির্বিশেষ।

পক্ষান্তরে বলা যায় যে ভগবানের প্রকৃত বর্ণনা হচ্ছে যে তিনি একাধারে সবিশেষ এবং নির্বিশেষ। তাঁর সবিশেষ রূপ তাঁর প্রকৃত রূপ, এবং তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশ তাঁর

দিব্য শরীরের প্রতিবিম্বমাত্র। যাঁরা ভগবানকে সম্মুখ থেকে দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁর সবিশেষ রূপ তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যারা তাদের দুর্ভাগ্যবশত ভগবানের অজ্ঞান পক্ষে রয়েছে, অর্থাৎ যারা পশ্চাদ্দেশ থেকে ভগবানকে দর্শন করেছে, তারা তাঁর নির্বিশেষ রূপ দর্শন করে।

শ্লোক ১১

অব্যক্তরসসিন্ধূনাং ভূতানাং নিধনস্য চ।
উদরং বিদিতং পুংসো হৃদয়ং মনসঃ পদম্ ॥ ১১ ॥

অব্যক্ত—নির্বিশেষ রূপ ; **রসসিন্ধূনাম্**—সাগর এবং মহাসাগরের ; **ভূতানাম্**— যারা জড় জগতে জন্মগ্রহণ করেছে ; **নিধনস্য**—সংহারের জন্য ; **চ**—ও ; **উদরম্**— তাঁর উদর ; **বিদিতম্**—বুদ্ধিমান মানুষেরা জানেন ; **পুংসঃ**—মহাপুরুষের ; **হৃদয়ম্**— হৃদয় ; **মনসঃ**—সূক্ষ্ম শরীর ; **পদম্**—স্থান।

অনুবাদ

সেই বিরাট পুরুষের নির্বিশেষ রূপ মহাসাগর সমূহের আশ্রয়স্থল। তাঁর উদর ভৌতিক দৃষ্টিতে নিহত জীবদের আশ্রয়। তাঁর হৃদয় জীবদের সূক্ষ্ম শরীরের আলয়। বুদ্ধিমান মানুষেরা এইভাবে তাঁকে জানেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/১৭-১৮) বর্ণনা করা হয়েছে, মানুষের গণনা অনুসারে ব্রহ্মার একদিন এক সহস্র চতুর্যুগ (১০০০ × ৪৩,০০,০০০ বৎসর) এবং তাঁর রাত্রির দৈর্ঘ্যও সমপরিমাণ। এই পরিমাণ অনুসারে ব্রহ্মার আয়ু একশত বৎসর এবং তারপর ব্রহ্মার মৃত্যু হয়। তারপর ব্রহ্মা, যিনি হচ্ছেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন। এই ব্রহ্মাণ্ড (যা ব্রহ্মা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি বিশাল গোলক) ব্রহ্মার মৃত্যুর সময় লয়প্রাপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকের সমস্ত জীবেরাও লয়প্রাপ্ত হয়।এই শ্লোকে উল্লিখিত *অব্যক্ত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মার রাত্রি। যখন আংশিক প্রলয় হয়, তখন মহাসাগর ইত্যাদি সহ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সেই লয়প্রাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব বিরাট পুরুষের উদরে আশ্রয় গ্রহণ করে। ব্রহ্মার রাত্রির শেষে পুনরায় সৃষ্টি শুরু হয় এবং বিরাট পুরুষের উদরে স্থিত সমস্ত জীব সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠে তাদের নিজ নিজ ভূমিকা অবলম্বন করে। যেহেতু জীবের কখনো বিনাশ হয় না, তাই ভৌতিক জগতে প্রলয়ের পর জীবের অস্তিত্বও বিনষ্ট হয় না। কিন্তু মুক্তিলাভ করা পর্যন্ত জীবকে পুনঃ পুনঃ এক জড় দেহ থেকে আর এক জড় দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দেহান্তরিত হওয়ার সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময় চিজ্জগতে স্থান লাভ করা।

অর্থাৎ, জীবের সূক্ষ্ম শরীর পরমেশ্বর ভগবানের হৃদয়ে উৎপন্ন হয় এবং সৃষ্টির সময় তা রূপ পরিগ্রহ করে।

শ্লোক ১২

ধর্মস্য মম তুভ্যঞ্চ কুমারাণাং ভবস্য চ।
বিজ্ঞানস্য চ সত্ত্বস্য পরস্যাত্মা পরায়ণম্ ॥ ১২ ॥

ধর্মস্য—ধর্মীয় অনুশাসনের বা যমরাজের ; **মম**—আমার ; **তুভ্যম্**—তোমার ; **চ**—এবং ; **কুমারাণাম্**—চার কুমারদের ; **ভবস্য**—শিবের ; **চ**—এবং ; **বিজ্ঞানস্য**—দিব্য জ্ঞানের ; **চ**—ও ; **সত্ত্বস্য**—সত্যের ; **পরস্য**—মহান পুরুষের ; **আত্মা**—চেতনা ; **পরায়ণম্**—আশ্রয়।

অনুবাদ

সেই মহান পুরুষের চেতনা ধর্মের, আমার, তোমার এবং সনক, সনাতন, সনৎ কুমার এবং সনন্দন, এই চার কুমারদের আশ্রয়স্থল। সেই চেতনা সত্য এবং দিব্য জ্ঞানেরও আশ্রয়।

শ্লোক ১৩-১৬

অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োঽগ্রজাঃ।
সুরাসুরনরা নাগাঃ খগা মৃগ-সরীসৃপাঃ ॥ ১৩ ॥
গন্ধর্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ।
পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধ্রাশ্চারণা দ্রুমাঃ ॥ ১৪ ॥
অন্যে চ বিবিধা জীবা জলস্থলনভৌকসঃ।
গ্রহর্ক্ষকেতবস্তারাস্তড়িতঃ স্তনয়িত্নবঃ ॥ ১৫ ॥
সর্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥

অহম্—আমি ; **ভবান্**—তুমি ; **ভবঃ**—শিব ; **চ**—ও ; **এব**—নিশ্চিতভাবে ; **তে**—তারা ; **ইমে**—সমস্ত ; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ ; **অগ্রজাঃ**—তোমার পূর্বে যাদের জন্ম হয়েছে ; **সুর**—দেবতাগণ ; **অসুর**—অসুরগণ ; **নরাঃ**—মানবগণ ; **নাগাঃ**—নাগলোকের অধিবাসীগণ ; **খগাঃ**—পক্ষীগণ ; **মৃগ**—পশুগণ ; **সরীসৃপাঃ**—সরীসৃপগণ ; **গন্ধর্ব-অপ্সরসঃ, যক্ষাঃ, রক্ষঃ, ভূতগণ-উরগাঃ, পশবঃ, পিতরঃ, সিদ্ধাঃ, বিদ্যাধ্রাঃ,চারণাঃ**—বিভিন্ন লোকের সমস্ত অধিবাসীগণ ; **দ্রুমাঃ**—বৃক্ষরাজি ; **অন্যে**—অন্য অনেকে ; **চ**—

ও ; **বিবিধাঃ**—বিভিন্ন প্রকারের ; **জীবাঃ**—জীবগণ ; **জল**—জল ; **স্থল**—ভূমি ; **নভ-ওকসঃ**—আকাশের অধিবাসী বা পক্ষীগণ ; **গ্রহ**—গ্রহ-নক্ষত্র ; **ঋক্ষ**—প্রভাবশালী নক্ষত্রগণ ; **কেতবঃ**—ধূমকেতুসমূহ ; **তারাঃ**—তারকাবলী ; **তড়িতঃ**—বিদ্যুৎ ; **স্তনয়িত্নবঃ**—মেঘের গর্জন ; **সর্বম্**—সবকিছু ; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **এব ইদম্**—নিশ্চিতভাবে এই সমস্ত ; **ভূতম্**—সৃষ্ট ; **ভব্যম্**—যা কিছু সৃষ্টি হবে ; **ভবৎ**—এবং যা কিছু পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে ; **চ**—ও ; **যৎ**—যা কিছু ; **তেন**—তার দ্বারা ; **ইদম্**—এই সমস্ত ; **আবৃতম্**—আবৃত ; **বিশ্বম্**—বিশ্ব ; **বিতস্তিম্**—আধ হাত দীর্ঘ বা এক বিঘৎ ; **অধিতিষ্ঠতি**—অবস্থিত।

অনুবাদ

আমার (ব্রহ্মা) থেকে শুরু করে তুমি, ভব (শিব), তোমার অগ্রজ মহান ঋষিগণ, দেবতাগণ, অসুরগণ, মনুষ্যগণ, নাগসমূহ, পক্ষীকুল, জন্তুগণ, সরীসৃপগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, যক্ষসমূহ, রাক্ষসগণ, ভূতগণ, উরগ(সর্পাদি), পশুসমূহ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধর গণ, চারণগণ, বৃক্ষরাজি এবং জল, স্থল ও অন্তরীক্ষচারী অন্যান্য বিবিধ প্রাণীসমূহ এবং গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, তারকা, তড়িৎ, মেঘমালা, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যে কিছু সকলেই সেই পুরুষ। অর্থাৎ তাঁর থেকে কিছুরই ভিন্ন সত্তা নেই। যদিও তিনি এক বিঘৎ পরিমাণ (নয় ইঞ্চি) স্থানমাত্রে অধিষ্ঠিত, তথাপি তিনি এই বিশ্বকে আবৃত করে আছেন।

তাৎপর্য

আংশিক প্রকাশ পরমাত্মারূপে যাঁর আয়তন নয় ইঞ্চি থেকে অধিক নয়, সেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির প্রভাবে বিরাটরূপে নিজেকে বিস্তার করে সজীব এবং নির্জীব বিশ্ব-চরাচরের সমস্ত বস্তুকে আবৃত করে আছেন। বিভিন্ন প্রকার স্বর্ণালঙ্কার যেমন স্বর্ণরাশি থেকে ভিন্ন নয়, ঠিক তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বৈচিত্র্য ভগবান থেকে ভিন্ন নয়।পক্ষান্তরে বলা যায় যে এই জড় জগতে সবকিছুর নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান জড় সৃষ্টির সমস্ত প্রকাশ থেকে পৃথকরূপে তাঁর পরম ভিন্ন সত্তা বজায় রাখেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৪-৫) তাই তাঁকে যোগেশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সবকিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির আশ্রয়ে আশ্রিত, এবং তা সত্ত্বেও ভগবান সব কিছু থেকে ভিন্ন এবং সব কিছুর অতীত। বৈদিক *ঋগ্*-মন্ত্রের *পুরুষ-সূক্তেও* তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এই *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব* ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তন করে গেছেন।

ব্রহ্মা, নারদ এবং অন্য সকলে একাধারে ভগবান থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন। আমরা সকলেই তাঁর থেকে অভিন্ন, ঠিক যেমন গুণগত ভাবে সোনার গহনা স্বর্ণরাশি থেকে অভিন্ন, কিন্তু তা হলেও আয়তনগতভাবে একটি সোনার গহনা সমগ্র স্বর্ণরাশির সমান

নয়। অসংখ্য গহনা তৈরী হলেও স্বর্ণ রাশি কখনো শেষ হয়ে যায় না, কেননা তা হচ্ছে জাগতিক বিচারে পূর্ণ।

যদি *পূর্ণ* থেকে *পূর্ণও* নিয়ে নেওয়া হয়, তাহলেও *পূর্ণই* অবশিষ্ট থাকে ; এই তত্ত্ব আমাদের বর্তমান ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের ধারণার অতীত। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর এই দর্শন *অচিন্ত্য* বলে বর্ণনা করেছেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* তত্ত্ব পরম সত্যের পূর্ণ নিদর্শন।

শ্লোক ১৭

স্বধিষ্ণ্যং প্রতপন্ প্রাণো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ।
এবং বিরাজং প্রতপংস্তপত্যন্তর্বহিঃ পুমান্ ॥ ১৭ ॥

স্ব-ধিষ্ণ্যম্—বিকিরণ ; **প্রতপন্**—বিস্তারের দ্বারা ; **প্রাণঃ**—প্রাণশক্তি ; **বহিঃ**— বাহ্য ; **চ**—ও ; **প্রতপতি**—আলোকিত করে ; **অসৌ**—সূর্য ; **এবম্**—এইভাবে ; **বিরাজম্**—বিশ্বরূপ ; **প্রতপন্**—বিস্তারের দ্বারা ; **তপতি**—সঞ্জীবিত করে ; **অন্তঃ**—অন্তরে ; **বহিঃ**—বাহিরে ; **পুমান্**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

সূর্য যেমন বিকিরণের মাধ্যমে অন্তর এবং বাহির উভয়ই আলোকিত করে, তেমনই সেই পরম পুরুষ বিরাট রূপ প্রকাশ করে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে এবং বাহিরে সবকিছু পালন করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের বিরাট রূপ অথবা *ব্রহ্মজ্যোতি* নামক তাঁর নির্বিশেষ রূপ সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং এই প্রসঙ্গে তাঁদের সূর্যের আলোক বিকিরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্যরশ্মি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিচ্ছুরিত হতে পারে, কিন্তু তার উৎস হচ্ছে সূর্যমণ্ডল বা *সূর্য-নারায়ণ* নামক সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির উৎস। সে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৪/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবানের বিরাট রূপ ভগবানের নির্বিশেষ রূপের গৌণ কল্পনা, কিন্তু ভগবানের মুখ্য রূপ হচ্ছে দ্বিভুজ মুরলীবাদক শ্যামসুন্দর রূপ। ভগবানের প্রকাশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ (*ত্রিপাদ-বিভূতি*) চিদাকাশে প্রকাশিত হয়, আর বাকি শতকরা পঁচিশ ভাগ সমগ্র জড় জগতকে প্রকাশিত করে। সে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৪২) বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে ভগবানের প্রকাশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ বিস্তার হচ্ছে তাঁর *অন্তরঙ্গা শক্তি*, আর শতকরা পঁচিশ ভাগ বিস্তারকে বলা হয় তাঁর *বহিরঙ্গা শক্তি*। জড় এবং চিৎ, উভয় জগতেই অবস্থান করতে সক্ষম জীব হচ্ছে তাঁর *তটস্থা শক্তি*, এবং তারা বহিরঙ্গা অথবা অন্তরঙ্গা উভয় শক্তিতেই অবস্থান করতে

সক্ষম। যে সমস্ত জীব ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থিত, তাদের বলা হয় *মুক্ত-আত্মা,* আর যারা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে বাস করে, তাদের বলা হয় *বদ্ধ-জীব*। আমরা জড় জগতের অধিবাসীদের গণনাপ্রসূত সংখ্যার তুলনায় চিজ্জগতের অধিবাসীদের সংখ্যা অনুমান করার মাধ্যমে সহজেই স্থির করতে পারি যে মুক্ত জীবের সংখ্যা বদ্ধ জীবদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি।

শ্লোক ১৮

সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ।
মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ ॥ ১৮ ॥

সঃ—তিনি (ভগবান); **অমৃতস্য**—অমরত্বের; **অভয়স্য**—নির্ভয়তার; **ঈশঃ**—নিয়ন্তা; **মর্ত্যম্**—মরণশীল; **অন্নম্**—সকাম কর্ম; **যৎ**—যার; **অত্যগাৎ**—উত্তীর্ণ হয়েছেন; **মহিমা**—যশ; **এষঃ**—তাঁর; **ততঃ**—অতএব; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ নারদ; **পুরুষস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **দুরত্যয়ঃ**—অসীম।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ নারদ, সেই পরমেশ্বর ভগবান অমৃত এবং অভয়ের নিয়ন্তা। তিনি মৃত্যু এবং জড় জগতের সকাম কর্মের অতীত। তাই সেই পরমেশ্বরের মহিমা অসীম।

তাৎপর্য

ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তির শতকরা পঁচাত্তর ভাগের মহিমা *পদ্ম-পুরাণে (উত্তর খণ্ড)* বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে চিদাকাশে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির শতকরা পঁচাত্তর ভাগে, যে সমস্ত বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে তা ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির ব্রহ্মাণ্ড সমূহের লোকগুলি থেকে অনেক অনেক বিশাল। *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে একটি সরিষার বস্তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাতে এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড এক-একটি সরিষার দানার মতো। যে ব্রহ্মাণ্ড আমরা এখন বাস করছি, তাতে যে কত লোক রয়েছে বা গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে, তা মানুষের পক্ষে গণনা করা সম্ভব নয়। অতএব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের, যা সরিষার একটি বস্তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তার গণনা করা কি করে আমাদের পক্ষে সম্ভব? আর চিদাকাশের গ্রহলোকসমূহ অন্ততপক্ষে জড় আকাশের থেকে তিনগুণ বেশি। সেই সমস্ত লোকগুলি চিন্ময় হওয়ার ফলে জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; তাই সেগুলি কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে রচিত হয়েছে। সেই সমস্ত লোকে চিন্ময়-আনন্দ (*ব্রহ্মানন্দ*) পূর্ণরূপে বর্তমান। সেই সব কয়টি গ্রহলোক নিত্য, অবিনাশী এবং জড় জগতের সমস্ত উন্মাদনা থেকে মুক্ত। সেখানকার প্রতিটি গ্রহলোকই স্বতঃপ্রকাশিত এবং কোটি কোটি সূর্যের থেকেও অধিক উজ্জ্বল।

সেই সমস্ত গ্রহলোকে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি থেকে মুক্ত, এবং পূর্ণ জ্ঞানময়। তাঁরা সকলে দিব্য গুণাবলীতে ভূষিত এবং সবরকম জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ যিনি হচ্ছেন সেই সমস্ত বৈকুণ্ঠলোকের প্রধান শ্রীবিগ্রহ, তাঁর প্রেমময়ী সেবা করা ছাড়া তাঁদের আর কোন কাজ নেই। সেই সমস্ত মুক্তাত্মারা নিরন্তর *সামবেদের* গীতসমূহ গান করেন (*বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ*)। তাঁরা সকলেই পঞ্চোপনিষদের মূর্ত বিগ্রহ। *ত্রিপাদ-বিভূতি,* যা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ, তা ভগবানের ধাম, যা জড় আকাশের অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

আর আমরা যখন *একপাদ-বিভূতির* কথা বলি, যা ভগবানের শক্তির শতকরা পঁচিশ ভাগ দ্বারা রচিত যে বহিরঙ্গা শক্তি, তা হচ্ছে জড় জগৎ।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে *ত্রিপাদ-বিভূতি* সমন্বিত যে ভগবদ্ধাম তা চিন্ময়, কিন্তু *একপাদ-বিভূতি* জড় ; *ত্রিপাদ-বিভূতি* নিত্য, কিন্তু *একপাদ-বিভূতি* অনিত্য। চিজ্জগতে ভগবান এবং তাঁর নিত্য সেবকদের রূপ নিত্য, যা শুভ, অচ্যুত, চিন্ময় এবং নিত্য যৌবনসম্পন্ন। অর্থাৎ সেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই এবং ব্যাধি নেই। সেই নিত্য ধাম চিন্ময় আনন্দ এবং সৌন্দর্যে পূর্ণ। এই তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটিতে, চিন্ময় প্রকৃতিকে *অমৃত* বলে বর্ণনা করার মাধ্যমে সমর্থিত হয়েছে।

বেদে বর্ণনা করা হয়েছে, *উতামৃতত্বস্যেশানঃ*—পরমেশ্বর ভগবান অমৃতত্বের নিয়ন্তা, অর্থাৎ ভগবান অমর, এবং যেহেতু তিনি অমরত্বের নিয়ন্তা, তাই তিনি তাঁর ভক্তদের অমরত্ব দান করতে পারেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/১৬) ভগবান আশ্বাস দিয়েছেন যে কেউ যদি তাঁর নিত্য ধামে একবার গমন করেন, তাহলে আর তাঁকে সেখান থেকে এই ত্রিতাপ-দুঃখ সমন্বিত মর্তলোকে ফিরে আসতে হবে না। ভগবান এই জড় জগতের প্রভুর মতো নন। জড় জগতের প্রভু বা মালিক কখনো তার অধীনস্থদের সঙ্গে সমান ভাবে ভোগ করে না ; তারা অমর নয় এবং তারা তাদের অধীনস্থদের অমরত্ব দান করতে পারে না।

কিন্তু সমস্ত জীবের নায়ক পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিজের সমস্ত গুণাবলী তাঁর ভক্তদের প্রদান করেন, এমনকি তাদের অমরত্ব এবং চিন্ময় আনন্দও দান করেন। জড় জগতে সমস্ত জীবের হৃদয় সর্বদা উৎকণ্ঠা এবং ভয়ে পূর্ণ, কিন্তু ভগবান পরম অভয় বলে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদেরও অভয়ত্ব দান করেন।

জড় অস্তিত্ব স্বতই ভয়াবহ, কেননা সমস্ত জড় শরীরে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির প্রভাব থাকার ফলে জীবেরা সর্বদা ভয়ে ভীত থাকে। জড় জগতে কালের প্রভাব সর্বদা সবকিছুকে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় রূপান্তরিত করে, এবং জীব যদিও তার স্বরূপে *অবিকার* বা পরিবর্তনহীন, তথাপি কালের প্রভাবে পরিবর্তিত হওয়ার ফলে নানারকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে।

কিন্তু শাশ্বত কালের পরিবর্তনশীল প্রভাব ভগবদ্ধামে অনুপস্থিত, তাই বুঝতে হবে যে সেখানে কালের কোন প্রভাব নেই, যার ফলে সেখানে কোন প্রকার ভয়ের লেশমাত্রও নেই। জড় জগতে তথাকথিত সুখ জীবের স্বীয় কর্মের ফল। কঠোর পরিশ্রম করার ফলে কেউ প্রভূত ধন সংগ্রহ করতে পারে, এবং তা সত্ত্বেও সর্বদা তার ভয় এবং আশঙ্কা থাকে যে কতদিন তার সেই সুখ স্থায়ী হবে।

কিন্তু ভগবদ্ধামে আনন্দলাভের জন্য কাউকে কোন রকম প্রয়াস করতে হয় না। আনন্দ হচ্ছে আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি, সে সম্বন্ধে *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ*—আত্মা স্বভাবতই আনন্দময়। চিজ্জগতে আত্মার এই আনন্দ সর্বদাই বর্ধিত হয় এবং সেখানে আনন্দের হ্রাস পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এইপ্রকার অনাবিল আনন্দ এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এমনকি জনলোক, মহর্লোক বা সত্যলোকেও পাওয়া যায় না, কেননা ব্রহ্মাও কর্ম এবং জন্ম-মত্যুর অধীন। তাই এখানে *দুরত্যয়ঃ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, ভগবানের নিত্য ধামের চিন্ময় আনন্দ মহান ব্রহ্মচারী অথবা সন্ন্যাসী, যাঁরা স্বর্গলোকেরও উর্ধ্বে যেতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁরা পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেন না। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা এমনই অসীম যে তা মহান ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীরা পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেন না, কিন্তু ভগবানের অনন্য ভক্ত ভগবানের কৃপায় যথাযথভাবে সেই আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন।

শ্লোক ১৯

পাদেষু সর্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।
অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্ধ্নোঽধায়ি মূর্ধসু ॥ ১৯ ॥

পাদেষু—এক-চতুর্থাংশে; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **পুংসঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **স্থিতিপদঃ**—সমস্ত জড় ঐশ্বর্যের উৎস; **বিদুঃ**—তোমার জানা উচিত; **অমৃতম্**—অমৃতত্ব; **ক্ষেমম্**—জরা, ব্যাধি ইত্যাদি উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত সমগ্র সুখ; **অভয়ম্**—নির্ভয়তা; **ত্রি-মূর্ধ্নঃ**—তিন উচ্চতর লোকের অতীত; **অধায়ি**—বিদ্যমান; **মূর্ধসু**—জড় আবরণের অতীত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির এক-চতুর্থাংশের দ্বারা এই জড় জগৎ প্রকাশ করেছেন, যেখানে সমস্ত বদ্ধ জীবেরা বিরাজ করে। কিন্তু তিনটি উচ্চতর লোকের এবং জড় জগতের আবরণের উর্ধ্বে স্থিত ভগবদ্ধাম অমরতা, নির্ভয়তা এবং জরা ও ব্যাধির উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত নিত্য নিবাস।

তাৎপর্য

ভগবানের *সন্ধিনী-শক্তির* এক-চতুর্থাংশ জড় জগৎরূপে প্রদর্শিত হয়, আর তিন-চতুর্থাংশ চিজ্জগতে প্রকাশিত হয়। ভগবানের শক্তির তিনটি অঙ্গ হচ্ছে সন্ধিনী,

সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী । অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ আনন্দের মূর্ত প্রকাশ। জড় জগতে এই সৎ, চিদ্ এবং আনন্দ অতি অল্প পরিমাণে প্রদর্শিত হয়, এবং সমস্ত জীব, যারা হচ্ছে ভগবানের বিভিন্নাংশ, মুক্ত অবস্থায় অতি অল্প পরিমাণে এই সৎ, চিদ্ এবং আনন্দের অনুভূতি আস্বাদন করতে পারে; কিন্তু বদ্ধ অবস্থায় যথাযথভাবে এই সৎ, চিৎ এবং শুদ্ধ আনন্দ তাদের পক্ষে আস্বাদন করা সম্ভব নয়।

মুক্ত-আত্মারা, যাঁদের সংখ্যা জড় জগতের বদ্ধ জীবদের থেকে অনেক অনেক গুণ অধিক, তাঁরা বাস্তবিকভাবে অমরত্ব, অভয়ত্ব লাভ করার মাধ্যমে এবং জরা ও ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে ভগবানের সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী শক্তি যথাযথভাবে আস্বাদন করেন।

জড় জগতের গ্রহলোক সমূহ ত্রিলোক বা স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল, এই তিনটি স্তরে অবস্থিত ; এবং সমগ্র জড় জগৎ হচ্ছে ভগবানের সন্ধিনী শক্তির এক-চতুর্থাংশ। তার ঊর্ধ্বে, প্রকৃতির সপ্ত আবরণের অতীত চিদাকাশ, যেখানে অনন্ত বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে। ত্রিলোকের অন্তর্গত কেউই অমরত্ব, পূর্ণজ্ঞান এবং পূর্ণ আনন্দ লাভ করতে পারে না। ঊর্ধ্বতন তিনটি গ্রহলোককে বলা হয় *সাত্ত্বিক লোক,* কেননা সেখানে দীর্ঘ আয়ু, জরা ও ব্যাধির থেকে আপেক্ষিক মুক্তি এবং নির্ভয়তা লাভ হয়।

মহান ঋষি এবং মহাত্মারা স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে মহর্লোকে উন্নীত হন ; কিন্তু সেখানেও সম্পূর্ণরূপে নির্ভয়তা লাভ হয় না, কেননা কল্পান্তে মহর্লোকও বিনষ্ট হয় এবং সেখানকার অধিবাসীরা তখন তার থেকেও উচ্চতর লোকে স্থানান্তরিত হন। এই সমস্ত গ্রহলোকেও কেউই মৃত্যুর অতীত নয়। সেখানে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ আয়ু লাভ হতে পারে, জ্ঞান বৃদ্ধি হতে পারে এবং আনন্দ উপভোগ করা যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃত অমরত্ব, নির্ভয়তা এবং জরা, ব্যাধি ইত্যাদি থেকে মুক্তি কেবল জড় জগতের অতীত চিদাকাশেই সম্ভব। এই সমস্ত বস্তু জড় জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত (*অধায়ি মূর্ধসু*)।

শ্লোক ২০

পাদাস্ত্রয়ো বহিশ্চাসন্নপ্রজানাং য আশ্রমাঃ।
অন্তস্ত্রিলোক্যাস্ত্বপরো গৃহমেধোঽবৃহদব্রতঃ ॥ ২০ ॥

পাদাঃ-ত্রয়ঃ—ভগবানের ত্রিপাদ-বিভূতি সমন্বিত জগৎ; **বহিঃ**—বাহিরে অবস্থিত; **চ**—তথা; **আসন**—ছিল; **অপ্রজানাম্**—যাদের পুনর্জন্ম হয় না; **যে**—যারা; **আশ্রমাঃ**—জীবনের অবস্থা ; **অন্তঃ**—ভিতরে ; **ত্রিলোক্যাঃ**—ত্রিভুবনের ; **তু**—কিন্তু ; **অপরঃ**—অন্য ; **গৃহমেধঃ**—পারিবারিক জীবনের প্রতি আসক্ত ; **অবৃহৎ-ব্রতঃ**—কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন না করে।

অনুবাদ

চিজ্জগত, যা ভগবানের শক্তির তিন-চতুর্থাংশ, তা জড় জগতের বাহিরে অবস্থিত এবং সেই স্থান তাদের জন্য যাদের কখনো পুনর্জন্ম হবে না। আর যারা সংসার-জীবনের

প্রতি আসক্ত এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে না, তাদের জড় জগতের ত্রিলোকের মধ্যেই থাকতে হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটিতে *বর্ণাশ্রম-ধর্ম* বা *সনাতন-ধর্মের* চরম লক্ষ্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানব জীবনের সর্বোচ্চ লাভ হচ্ছে যৌন-জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করা, কেননা মৈথুনের প্রতি আসক্তির ফলে জন্ম-জন্মান্তরে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়।

যে সভ্যতা মানুষকে যৌন-জীবন নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা দেয় না, তা নিকৃষ্টতম সভ্যতা। কেননা সেই পরিবেশে জড় দেহের বন্ধন থেকে আত্মার কখনো মুক্তি লাভ সম্ভব হয় না।

জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি জড় দেহের সঙ্গেই কেবল সম্পর্কিত, তাদের সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়-সুখভোগের দৈহিক আসক্তি বর্তমান থাকে, ততক্ষণ জীবাত্মা জড় দেহে জন্ম এবং মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে বাধ্য হয়। জড় দেহকে বস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যা কালক্রমে জীর্ণ হয়ে যায়।

মনুষ্য জীবনের সর্বোচ্চ লাভ প্রদান করার জন্য *বর্ণাশ্রম* প্রথায় জীবনের শুরু থেকেই ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালনের শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রহ্মচারী জীবন ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট, যাদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য পালনের শিক্ষা প্রদান করা হয়।

যে সমস্ত নব যুবক কখনো যৌন-জীবনের স্বাদ আস্বাদন করেনি, তারা অনায়াসে ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন করতে পারে, এবং একবার এই আশ্রমে স্থির হলে তখন তার পক্ষে সর্বোচ্চ সিদ্ধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের তিন-চতুর্থাংশ শক্তি সমন্বিত চিজ্জগতে উন্নীত হওয়া সম্ভব হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ভগবানের *ত্রিপাদ-বিভূতি* সমন্বিত গ্রহলোকে মৃত্যু নেই, ভয় নেই, এবং তা নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দময়। যদি গৃহস্থ ব্রহ্মচারী জীবনের শিক্ষা লাভ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে বৈষয়িক জীবন পরিত্যাগ করতে পারেন।

গৃহস্থদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে বনে গমনপূর্বক বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করতে (*পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ*)। তারপর পরিবারের প্রতি আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হলে তখন তিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারেন।

যে ধর্মে মানুষকে ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন করার শিক্ষা দেওয়া হয়, তা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর ; কেননা সেই শিক্ষা লাভ করার ফলেই কেবল জড় জগতের দুর্দশাগ্রস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

ভগবান বুদ্ধদেব যে নির্বাণের কথা বলেছেন তারও অর্থ হচ্ছে দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড় জীবনের সমাপ্তি। আর সেই বিধি সর্বোৎকৃষ্টরূপে এখানে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা

হয়েছে, যদিও এই বিষয়ে বৌদ্ধ, শঙ্করবাদী এবং বৈষ্ণব বিধির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সিদ্ধির চরম অবস্থায় উন্নীত হতে হলে, অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, উৎকণ্ঠা এবং ভয়ের থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে এই বিধিগুলির কোনটিতেই অনুসরণকারীকে ব্রহ্মচর্য-ব্রত ভঙ্গ করতে দেওয়া হয় না।

গৃহমেধীরা এবং যে সমস্ত ব্যক্তিরা জ্ঞাতসারে ব্রহ্মচর্যের ব্রত ভঙ্গ করেছে, তারা অমৃতলোকে প্রবেশ করতে পারে না। পুণ্যবান গৃহস্থ অথবা ভ্রষ্টযোগী বা পতিত অধ্যাত্মবাদী এই জড় জগতের (ভগবানের *একপাদ-বিভূতি*) উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু তারা অমৃতলোকে প্রবেশ করতে পারবে না। *অবৃহদ্বত* হচ্ছে তারা, যারা ব্রহ্মচর্যের ব্রত ভঙ্গ করেছে। *বানপ্রস্থী* বা যাঁরা সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, ও *সন্ন্যাসী* বা যাঁরা ত্যাগের আশ্রম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা যদি সেই বিধিতে সফলতা লাভ করতে চান, তাহলে কখনো এই ব্রহ্মচর্য ব্রত ভঙ্গ করতে পারবেন না।

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসীরা পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে চান না (*অপ্রজ*), এবং তাঁদের পক্ষে কখনোই গোপনে যৌন-ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। তাঁদের যদি এই প্রকার অধঃপতন হয়, তাহলে তাঁরা পুনরায় বিদ্বান ব্রাহ্মণ পরিবারে অথবা ধনী ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়ার আর একটি সুযোগ পেলেও পেতে পারেন, তবে মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই অমৃতত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করাই শ্রেয়স্কর ; তা না হলে মানব জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অনুগামীদের ব্রহ্মচর্য পালনের শিক্ষা দেবার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তাঁর এক সেবক ছোট হরিদাস ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন না করতে পারার ফলে তিনি তাকে কঠোর দণ্ড দিয়েছিলেন। তাই যে পরমার্থবাদী জড় দুঃখ-দুর্দশার অতীত পরলোকে উন্নীত হতে চান, তাঁর পক্ষে জেনেশুনে যৌন-জীবনে লিপ্ত হওয়া আত্মহত্যার থেকেও ক্ষতিকর, বিশেষ করে সন্ন্যাস আশ্রমীদের।

সন্ন্যাস আশ্রমে থেকে যৌন-জীবনে লিপ্ত হওয়া ধার্মিক জীবনের সবচাইতে বিকৃত রূপ, এবং এই প্রকার ভ্রষ্টাচারী ব্যক্তির রক্ষা তখনই সম্ভব, যদি তিনি সৌভাগ্যক্রমে কোন শুদ্ধ ভক্তের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

শ্লোক ২১

সৃতী বিচক্রমে বিশ্বঙ্ সাশনানশনে উভে।
যদবিদ্যা চ বিদ্যা চ পুরুষস্তূভয়াশ্রয়ঃ ॥ ২১ ॥

সৃতী—জীবের গতি ; **বিচক্রমে**—উপলব্ধি সহকারে বিরাজ করে ; **বিশ্বঙ্**— সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান ; **সাশন**—প্রভুত্ব করার কার্যকলাপ ; **অনশনে**—ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপ ; **উভে**—উভয় ; **যৎ**—যা ; **অবিদ্যা**—অজ্ঞান ; **চ**—ও ; **বিদ্যা**—বাস্তবিক জ্ঞান ; **চ**—এবং ; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ ; **তু**—কিন্তু ; **উভয়**—তাদের উভয়ের জন্য ; **আশ্রয়ঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির প্রভাবে, যারা জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায় এবং যারা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ, উভয়েরই পরম নিয়ন্তা। তিনি সর্বাবস্থাতেই অজ্ঞান এবং বাস্তবিক জ্ঞান উভয়েরই পরম প্রভু।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বিশ্বঙ্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি কার্যের সমস্ত ক্ষেত্রে পূর্ণ দক্ষতা সহকারে বিচরণ করেন, তাঁকে বলা হয় *পুরুষ* বা *ক্ষেত্রজ্ঞ*। এই দুটি শব্দ, *ক্ষেত্রজ্ঞ* এবং *পুরুষ*, আত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৩/৩) এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥

ক্ষেত্র মানে হচ্ছে স্থান, এবং যিনি সেই স্থানটি সম্বন্ধে জানেন, তাঁকে বলা হয় *ক্ষেত্রজ্ঞ*। আত্মা তাঁর সীমিত কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে অবগত, কিন্তু পরমাত্মা, পরমেশ্বর ভগবান অন্তহীন কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে অবগত। আত্মা কেবল তাঁর নিজের চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা সম্বন্ধে জানে, কিন্তু পরমাত্মা বা পরম নিয়ন্তা সর্বত্র উপস্থিত থাকার ফলে সকলের চিন্তা, অনুভূতি এবং আকাঙ্ক্ষার কথা জানেন। আর জীব হচ্ছে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ক্ষুদ্র প্রভু, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত ব্যাপারের প্রভু (*বেদাহং সমতীতানি*), ইত্যাদি। মূর্খ ব্যক্তিরাই কেবল জীবাত্মা এবং ভগবানের এই পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত নয়। জীব অচেতন জড় পদার্থ থেকে ভিন্ন হওয়ার ফলে গুণগতভাবে চৈতন্য-স্বরূপ ভগবানের সঙ্গে এক হতে পারে, কিন্তু জীব কখনো অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না।

জীব যেহেতু আংশিকভাবে চেতন, তাই সে কখনো কখনো তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়। এই বিস্মৃতি ভগবানের *একপাদ-বিভূতি* বা জড় জগতে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু *ত্রিপাদ-বিভূতি* বা চিজ্জগতে জীবের বিস্মৃতি নেই, এবং সেখানে বিস্মৃতিজনিত কলুষতা থেকে জীবেরা সর্বতোভাবে মুক্ত।

জড় দেহ স্থূল এবং সূক্ষ্ম বিস্মৃতির প্রতীক ; তাই জড় জগতকে বলা হয় অবিদ্যা বা অজ্ঞান, কিন্তু চিজ্জগতকে বলা হয় বিদ্যা বা পূর্ণজ্ঞান। অবিদ্যার বিভিন্ন স্তর রয়েছে, এবং তাদের বলা হয় ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তি বা মোক্ষের যে ধারণা অদ্বৈতবাদীরা পোষণ করে, তা হচ্ছে জড়বাদ বা অবিদ্যার চরম অবস্থা।

গুণগতভাবে আত্মা এবং পরমাত্মার এক হওয়ার যে জ্ঞান তা হচ্ছে আংশিক জ্ঞান এবং আংশিক অজ্ঞানও, কেননা পরিমাণগতভাবে ভিন্ন হওয়ার জ্ঞান তাদের নেই, যা

পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জীবাত্মা কখনো জ্ঞানের বিষয়ে ভগবানের সমতুল্য হতে পারে না ; তা হলে সে কখনো বিস্মৃতির কবলগ্রস্ত হত না।

জীব যেহেতু অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে, তাই জীব এবং ভগবানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, ঠিক যেমন অংশ এবং পূর্ণের মধ্যে পার্থক্য থাকে। অংশ কখনোই পূর্ণের সমান নয়। তাই ভগবানের সঙ্গে সর্বতোভাবে সমান হওয়ার যে ধারণা তাও অজ্ঞান।

অজ্ঞানতার ক্ষেত্রে যে কার্যকলাপ তা জড় সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব করার প্রবণতা দ্বারা পরিচালিত। জড় জগতে তাই সকলেই জড় জগতের উপর প্রভুত্ব করার জন্য জড় ঐশ্বর্য আহরণ করার কার্যে ব্যস্ত। তাই সর্বদা সংঘাত এবং নৈরাশ্য দেখা যায়, যা হচ্ছে অজ্ঞানতার লক্ষণ। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেবল ভগবানের সেবা করার কার্য (ভক্তি), তাই সেখানে ভগবদ্ভক্তিযুক্ত কার্যকলাপের মুক্ত স্তরে কখনো অজ্ঞান বা অবিদ্যার দ্বারা কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এইভাবে ভগবান হচ্ছেন অবিদ্যা এবং বিদ্যা উভয় ক্ষেত্রেরই প্রভু, এবং জীবের স্বতন্ত্র রুচির উপর নির্ভর করে সে এই দুটি স্থানের কোন্‌টিতে অবস্থান করবে।

শ্লোক ২২

যস্মাদণ্ডং বিরাড় জজ্ঞে ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মকঃ।
তদ্‌দ্রব্যমত্যগাদ্বিশ্বং গোভিঃ সূর্য ইবাতপন্ ॥ ২২ ॥

যস্মাৎ—যাঁর থেকে ; **অণ্ডম্**—ব্রহ্মাণ্ড ; **বিরাট্**—এবং বিরাট রূপ ; **জজ্ঞে**—প্রকট হয়েছেন ; **ভূত**—উপাদানসমূহ ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ ; **গুণাত্মকঃ**—গুণাত্মক ; **তৎ-দ্রব্যম্**—ব্রহ্মাণ্ড এবং বিরাটরূপ ইত্যাদি ; **অত্যগাৎ**—অতিক্রম করেছে ; **বিশ্বম্**—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ; **গোভিঃ**—কিরণের দ্বারা ; **সূর্যঃ**—সূর্য ; **ইব**—মতো ; **আতপন্**—কিরণ এবং তাপ বিতরণ করেছে।

অনুবাদ

সেই পরমেশ্বর ভগবান থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং জড় উপাদান, গুণ এবং ইন্দ্রিয় সমন্বিত বিরাটরূপ উদ্ভূত হয়েছে। তথাপি তিনি এই সমস্ত জড় প্রকাশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ঠিক যেমন সূর্য তার কিরণ এবং তাপ থেকে ভিন্ন থাকে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে পরম সত্যকে *পুরুষ* বা *পুরুষোত্তম* বলা হয়েছে। পরম পুরুষ হচ্ছেন, তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে, *ঈশ্বর* বা পরম নিয়ন্তা। ভগবানের *একপাদ-বিভূতি* জড়া-প্রকৃতি ভগবানের বহু দাসীদের মধ্যে অন্যতম, যার প্রতি ভগবান ততটা আকৃষ্ট নন যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আলোচনা করা হয়েছে (*ভিন্না প্রকৃতিঃ*) । কিন্তু

ভগবানের *ত্রিপাদ-বিভূতি*, তাঁর শক্তির শুদ্ধ চিন্ময় প্রকাশ হওয়ার ফলে, তাঁর কাছে অধিক আকর্ষণীয়। ভগবান জড়া প্রকৃতিতে গর্ভসঞ্চার করে জড় জগতকে প্রকাশিত করে তারপর সেই প্রকাশের মধ্যে বিশ্বরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। অর্জুনকে তিনি যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন তা ভগবানের প্রকৃত রূপ নয়। ভগবানের প্রকৃত রূপ হচ্ছে চিন্ময় পুরুষোত্তম বা স্বয়ং কৃষ্ণরূপ।

এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে তিনি নিজেকে ঠিক সূর্যের মতো বিস্তার করেন। সূর্য তাঁর প্রচণ্ড তাপ এবং কিরণের দ্বারা নিজেকে বিস্তার করেন, তথাপি সূর্য সেই কিরণ এবং তাপ থেকে সর্বদাই স্বতন্ত্র থাকেন। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার চিন্তায় মগ্ন থাকে, কিন্তু ভগবানের সৎ, চিৎ, আনন্দময় রূপ সম্বন্ধে, যিনি শ্রীকৃষ্ণ নামে পরিচিত, তাদের কোন ধারণাই নেই। দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের পরম সবিশেষ রূপ নির্বিশেষবাদীদের বিভ্রান্ত করে। তারা কেবল ভগবানের বিরাট রূপকেই মেনে নিতে পারে। তাদের জানা উচিত যে সূর্যের কিরণ সূর্যের গৌণ প্রকাশ, এবং তেমনই ভগবানের নির্বিশেষ বিরাটরূপ ভগবানের সবিশেষ পুরুষোত্তম রূপের থেকে গৌণ। ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫/৩৭) এই তত্ত্বটি প্রতিপন্ন হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়াকলাভিঃ।
গোলোক এব নিবস্ত্যত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

"পরমেশ্বর ভগবান, গোবিন্দ, যিনি তাঁর সবিশেষ রূপের কিরণের দ্বারা সকলের ইন্দ্রিয়সমূহকে উজ্জীবিত করেন, তিনি গোলোক নামক তাঁর স্বীয় অপ্রাকৃত ধামে সর্বদা বিরাজ করেন। তথাপি তিনি তাঁর হ্লাদিনী-শক্তির তুল্য আনন্দময় দিব্য কিরণের প্রসারের দ্বারা তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র বিরাজমান।" তাই তিনি তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্বিশেষ, বা তিনি জড় এবং চেতন জগতে বিচিত্র প্রকাশের মাধ্যমে পূর্ণ ঐক্যপ্রদর্শনকারী অদ্বিতীয় পরম পুরুষ। তিনি সব কিছু থেকে ভিন্ন, তথাপি কোন কিছু তাঁর থেকে পৃথক নয়।

শ্লোক ২৩

যদাস্য নাভ্যান্নলিনাদহমাসং মহাত্মনঃ।
নাবিদং যজ্ঞ সম্ভারান্ পুরুষাবয়বান্‌তে॥ ২৩॥

যদা—যখন; **অস্য**—তাঁর; **নাভ্যাৎ**—নাভি থেকে; **নলিনাৎ**—পদ্ম থেকে; **অহম্**—আমি; **আসম্**—জন্মগ্রহণ করেছিলাম; **মহাত্মনঃ**—মহাপুরুষের; **ন-অবিদম্**—

জানতাম না; যজ্ঞ—যজ্ঞ; সম্ভারান্—সামগ্রী; পুরুষ—ভগবানের; অবয়বান্—শরীরের অঙ্গ; ঋতে—ব্যতীত।

অনুবাদ

আমি যখন মহাপুরুষের (মহা বিষ্ণু) নাভি পদ্ম থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তখন আমার কাছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য সেই মহাপুরুষের অবয়ব ব্যতীত অন্য কোন সামগ্রী ছিল না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূ নামে পরিচিত, অর্থাৎ তিনি পিতা-মাতা ব্যতীতই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সাধারণত স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সঙ্গমের ফলে জীবের জন্ম হয়, কিন্তু প্রথম সৃষ্ট জীব, ব্রহ্মা, শ্রীকৃষ্ণের অংশ অবতার মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহাবিষ্ণুর নাভি থেকে উদ্ভূত সেই পদ্মটি তাঁর শরীরের একটি অঙ্গ, এবং সেই নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই ব্রহ্মাও ভগবানের শরীরের একটি অঙ্গ। ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল শূন্যে আবির্ভূত হওয়ার পর ব্রহ্মা অন্ধকার ব্যতীত আর কিছু দেখতে পাননি। তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলেন, এবং তাঁর হৃদয় থেকে ভগবান তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তপস্যা করার জন্য, এবং তার ফলে তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সামগ্রীসমূহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তখন মহাবিষ্ণু এবং ব্রহ্মা, যিনি ভগবানের দেহ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না।

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য নানাপ্রকার সামগ্রীর প্রয়োজন, বিশেষ করে পশু। যজ্ঞে পশু উৎসর্গ করার অর্থ পশু হত্যা করা নয়, পক্ষান্তরে যজ্ঞের সাফল্য লাভের জন্য। যজ্ঞাগ্নিতে উৎসর্গীকৃত পশু যদিও বিনষ্ট হয়, কিন্তু পর মুহূর্তে দক্ষ পুরোহিতের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের ফলে তা নবজীবন লাভ করে এই প্রকার সুদক্ষ পুরোহিত না থাকলে যজ্ঞাগ্নিতে পশু উৎসর্গ করা নিষিদ্ধ।

এইভাবে ব্রহ্মা যজ্ঞের সামগ্রীসমূহ গর্ভোদক্শায়ী বিষ্ণুর অঙ্গ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাই এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি করা যায় না, প্রকৃতপক্ষে সবকিছুরই সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের শরীর থেকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৮) ভগবান বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*। "সবকিছুই আমার অঙ্গ থেকে নির্মিত, তাই আমি সমস্ত সৃষ্টির আদি উৎস।"

নির্বিশেষবাদীরা তর্ক করে যে সবকিছুই যেহেতু ভগবানের অতিরিক্ত আর কিছু নয়, তাই ভগবানের পূজা করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু সবিশেষবাদীরা ভগবানের শরীরের অঙ্গ থেকে উদ্ভূত সমস্ত সামগ্রীর যথাযথ সদ্ব্যবহার করে, তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে ভগবানের আরাধনা করেন। ফল এবং ফুল পৃথিবীর শরীর থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু তথাপি বুদ্ধিমান ভক্তরা পৃথিবী থেকে উৎপন্ন সামগ্রীর দ্বারা

মাতা ধরিত্রীর পূজা করেন। তেমনই, যদিও গঙ্গা জলের দ্বারা মা গঙ্গার পূজা হয়, তথাপি পূজক সেই পূজার ফল লাভ করেন। ভগবানের পূজাও ভগবানের দেহ থেকে উৎপন্ন সামগ্রীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি পূজক, যিনি ভগবানেরই অংশ, ভগবদ্ভক্তির ফল লাভ করেন। নির্বিশেষবাদীরা ভ্রান্তিবশত সিদ্ধান্ত করে যে তারাই হচ্ছে ভগবান, কিন্তু সবিশেষবাদীরা ভগবানের প্রতি তাঁদের গভীর কৃতজ্ঞতাবশত ভক্তিসহকারে ভগবানের আরাধনা করেন, যদিও তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে কোন কিছুই ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। ভগবদ্ভক্ত সবকিছুই ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করেন, কেননা তিনি জানেন যে সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি এবং কোন কিছুর উপরই কেউ তার মালিকানা দাবী করতে পারে না। এই শুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞান ভগবদ্ভক্তকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করে, কিন্তু নির্বিশেষবাদীরা মিথ্যা অহঙ্কারের গর্বে গর্বিত হয়ে চিরকাল অভক্তই থেকে যায়, এবং ভগবান কখনো তাদের গ্রহণ করেন না।

শ্লোক ২৪

তেষু যজ্ঞস্য পশবঃ সবনস্পতয়ঃ কুশাঃ।
ইদঞ্চ দেবযজনং কালশ্চোরুগুণান্বিতঃ ॥ ২৪ ॥

তেষু—এই প্রকার যজ্ঞে; **যজ্ঞস্য**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের; **পশবঃ**—পশু বা উৎসর্গের সামগ্রী; **স-বনস্পতয়ঃ**—পুষ্প এবং পত্র সহ; **কুশাঃ**—কুশঘাস; **ইদম্**—এই সমস্ত; **চ**—ও; **দেবযজনম্**—যজ্ঞ বেদী; **কালঃ**—উপযুক্ত সময়; **চ**—ও; **উরু**—মহান; **গুণ-অন্বিতঃ**—গুণসম্পন্ন।

অনুবাদ

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য যথোপযুক্ত কালসহ (বসন্ত) পুষ্প, পত্র, কুশ ও যজ্ঞভূমি—এই সমস্ত যজ্ঞ সামগ্রীর প্রয়োজন হয়।

শ্লোক ২৫

বস্তূন্যোষধয়ঃ স্নেহা রসলোহমৃদো জলম্।
ঋচো যজূংষি সামানি চাতুর্হোত্রঞ্চ সত্তম ॥ ২৫ ॥

বস্তূনি—পাত্র; **ওষধয়ঃ**—শস্য; **স্নেহাঃ**—ঘৃত; **রস-লোহ-মৃদঃ**—মধু, স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা; **জলম্**—জল; **ঋচঃ**—ঋগ্‌বেদ; **যজূংষি**—যজুর্বেদ; **সামানি**—সামবেদ; **চাতুর্হোত্রম্**—যজ্ঞ সম্পাদনকারী চারজন পুরোহিত; **চ**—সবকিছুর; **সত্তম**—হে পরম পুণ্যবান।

অনুবাদ

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অন্য সমস্ত উপকরণগুলি হচ্ছে পাত্র, শস্য, ঘৃত, মধু, স্বর্ণ, মৃত্তিকা, জল, ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং যজ্ঞ সম্পাদনকারী চারজন পুরোহিত।

তাৎপর্য

যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য কমপক্ষে চার জন সুদক্ষ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়—হোতা, যিনি আহুতি প্রদান করেন, উদ্‌গাতা, যিনি মন্ত্র উচ্চারণ করেন, অধ্বর্যু, যিনি পৃথক অগ্নির সাহায্য ব্যতীত যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন এবং ব্রহ্মা, যিনি পর্যবেক্ষণ করেন। প্রথম সৃষ্ট জীব, ব্রহ্মার জন্মের সময় থেকে এই প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে আসছে, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই কলহ এবং ভ্রষ্টাচারের যুগে এই প্রকার সুদক্ষ ব্রাহ্মণ পুরোহিত অত্যন্ত দুর্লভ, এবং তাই এই যুগে কেবল ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার মাধ্যমে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

শ্লোক ২৬

নামধেয়ানি মন্ত্রাশ্চ দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ।
দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সংকল্পস্তন্ত্রমেব চ ॥ ২৬ ॥

নামধেয়ানি—দেবতাদের নাম উচ্চারণের মাধ্যমে তাঁদের আহ্বান করা; **মন্ত্রাঃ**—বিশেষ দেবতাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত মন্ত্র; **চ**—ও; **দক্ষিণাঃ**—দক্ষিণা; **চ**—এবং; **ব্রতানি**—ব্রত; **চ**—এবং; **দেবতা-অনুক্রমঃ**—একে একে বিভিন্ন দেবতাদের; **কল্পঃ**—বিশেষ শাস্ত্র গ্রন্থ; **সংকল্পঃ**—বিশেষ সংকল্প; **তন্ত্রম্**—বিশিষ্ট-বিধি; **এব**—এই প্রকার; **চ**—ও।

অনুবাদ

যজ্ঞের অন্যান্য প্রয়োজনগুলি হচ্ছে বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট মন্ত্র, ব্রত এবং দক্ষিণার দ্বারা বিভিন্ন দেবতাদের আহ্বান করা। এই আহ্বান বিশিষ্ট প্রয়োজন এবং বিশিষ্ট বিধির দ্বারা বিশেষ শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পদ্ধতি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত, এবংএই প্রকার কর্ম অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। তা প্রধানত নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করার পদ্ধতির উপর। এটি একটি মহান বিজ্ঞান, এবং উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবে গত চার হাজার বছর ধরে যথাযথভাবে তা ব্যবহার হয়নি বলে এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান এখন আর ফলপ্রসূ হয় না; এবং এই অধঃপতিত যুগে তা অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এই যুগে লোক দেখানোর জন্য অনুষ্ঠিত এইপ্রকার যজ্ঞ চতুর পুরোহিতদের প্রতারণা মাত্র। এইপ্রকার লোক দেখানো যজ্ঞ কোন অবস্থাতেই কার্যকরী হয় না। জড়

বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং স্বল্প পরিমাণে স্থূল জড় উপায়ে যদিও আজকাল সকাম কর্মের অনুষ্ঠান হচ্ছে, তথাপি জড়বাদীরা শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করার সূক্ষ্মতর প্রগতির প্রতীক্ষা করছে, যা হচ্ছে বৈদিক মন্ত্রের ভিত্তি। স্থূল জড় বিজ্ঞান মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে পারে না। তারা কেবল জীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলির সমাধান না করে কৃত্রিমভাবে জীবনের আব্যশকতাগুলি কেবল বৃদ্ধি করতে পারে ; তাই জড়জাগতিক জীবন মানব সভ্যতাকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। যেহেতু জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধি করা, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক বিশেষভাবে নির্দেশিত ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার মাধ্যমে সরাসরিভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধন করার পন্থাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই যুগের মানুষেরা অনায়াসে এই অতি সরল পন্থাটির সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন যা এই জটিল সমাজ-ব্যবস্থার অত্যন্ত উপযুক্ত।

শ্লোক ২৭

গতয়ো মতয়শ্চৈব প্রায়শ্চিত্তং সমর্পণম্।
পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারাঃ সম্ভৃতা ময়া ॥ ২৭ ॥

গতয়ঃ—চরম লক্ষ্য শ্রীবিষ্ণুর প্রতি অগ্রসর ; **মতয়ঃ**—দেবদেবীর পূজা ; **চ**—ও ; **এব**—নিশ্চিতভাবে ; **প্রায়শ্চিত্তম্**—প্রায়শ্চিত্ত ; **সমর্পণম্**—চরম নিবেদন ; **পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **অবয়বৈঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের দেহের অঙ্গ থেকে ; **এতে**—এই সমস্ত ; **সম্ভারাঃ**—সামগ্রীসমূহ ; **সম্ভৃতা**—আয়োজিত হয়েছে ; **ময়া**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গ থেকে আমি যজ্ঞের এই সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করেছি। দেবতাদের নাম উচ্চারণ করার মাধ্যমে ক্রমশঃ চরম লক্ষ্য বিষ্ণুকে লাভ করা যায়, এবং এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত এবং চরম আহুতি পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং হচ্ছেন সবকিছুর উৎস, তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি নয়। পরমেশ্বর ভগবান, নারায়ণ যজ্ঞের চরম লক্ষ্য, এবং তাই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া। এইভাবে নারায়ণের সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণের সান্নিধ্য লাভ করাই হচ্ছে জীবনের চরম সার্থকতা।

শ্লোক ২৮

ইতি সম্ভৃতসম্ভারঃ পুরুষাবয়বৈরহম্।
তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবায়জমীশ্বরম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **সম্ভৃত**—সম্পাদিত; **সম্ভারঃ**—যথাযথভাবে সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করে; **পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অবয়বৈঃ**—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা; **অহম্**—আমি; **তমেব**—তাঁকে; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **যজ্ঞম্**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **তেন এব**—সেগুলির দ্বারা; **অয়জম্**—আরাধনা করেছিলাম; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

এইভাবে আমি সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা, পরমেশ্বর ভগবানের দেহের অঙ্গ থেকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত সামগ্রী এবং সম্ভার সৃষ্টি করে তাঁর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলাম।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষ সর্বদাই মনের শান্তি বা বিশ্বশান্তির জন্য উৎকণ্ঠিত, কিন্তু তারা জানে না বিশেষ এই শান্তি কিভাবে লাভ করা যায়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং তপশ্চর্যার মাধ্যমেই কেবল এই শান্তি লাভ করা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) নিম্নলিখিত পদ্ধতিটির অনুমোদন করা হয়েছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

"কর্মযোগীরা জানেন যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞ এবং তপশ্চর্যার প্রকৃত ভোক্তা এবং পালক। তাঁরা জানেন যে ভগবান হচ্ছেন এই জগতের সবকিছুর পরম অধীশ্বর এবং সমস্ত জীবের পরম সুহৃদ। এই জ্ঞান ধীরে ধীরে কর্মযোগীকে অনন্য ভক্তের সঙ্গের মাধ্যমে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত করে এবং তার ফলে তাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হন।"

ব্রহ্মা, এই জড় জগতের আদি জীব, আমাদের যজ্ঞের বিধি শিক্ষা দিয়েছেন। 'যজ্ঞ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে অন্যের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নিজের স্বার্থত্যাগ। সমস্ত কার্যেরই এই বিধি। প্রতিটি মানুষই অন্যের জন্য নিজের স্বার্থ উৎসর্গ করে, হয় পরিবারের জন্য নয়ত সমাজের জন্য, কিংবা সম্প্রদায়ের জন্য বা দেশের জন্য অথবা সমগ্র মানব সমাজের জন্য। কিন্তু এই উৎসর্গ তখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, যখন তা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সাধিত হয়। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সবকিছুর অধীশ্বর, সমস্ত জীবের পরম সুহৃদ্ এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীর পালক ও যজ্ঞের সমস্ত উপাদান সরবরাহকারী, তাই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি বিধান করা উচিত, অন্য কারো নয়।

সারা বিশ্ব বিদ্যা অর্জন, সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং মানব সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য শক্তি উৎসর্গ করছে, কিন্তু কেউই ভগবদ্গীতার নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে আগ্রহী

নয়। মানুষ যদি প্রকৃত বিশ্বের শান্তি চায়, তা হলে তাদের অবশ্যই পরম ঈশ্বর এবং সকলের পরম বন্ধু পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হবে।

শ্লোক ২৯

ততস্তে ভ্রাতর ইমে প্রজানাং পতয়ো নব।
অয়জন্ ব্যক্তমব্যক্তং পুরুষং সুসমাহিতাঃ ॥ ২৯ ॥

ততঃ—তারপর; **তে**—তোমার; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতাগণ; **ইমে**—এই সমস্ত; **প্রজানাম্**—প্রাণীদের; **পতয়ঃ**—প্রভুগণ; **নব**—নয়; **অয়জন্**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **ব্যক্তম্**—প্রকাশিত; **অব্যক্তম্**—অপ্রকাশিত; **পুরুষম্**—ব্যক্তিদের; **সুসমাহিতাঃ**—যথাযথ অনুষ্ঠানের দ্বারা।

অনুবাদ

হে পুত্র! তারপর তোমার নয়জন ভ্রাতা, যারা হচ্ছে প্রজাপতি, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুইপ্রকার পুরুষদের প্রসন্ন করার জন্য যথাযথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিল।

তাৎপর্য

ব্যক্ত পুরুষেরা হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্র এবং তাঁর পার্ষদ দেবতাগণ; আর অব্যক্ত পুরুষ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। ব্যক্ত পুরুষেরা জড়জাগতিক কাজকর্মের নিয়ন্ত্রক, কিন্তু অব্যক্ত ভগবান জড়া প্রকৃতির অতীত *অধোক্ষজ*। কলিযুগে ব্যক্ত দেবতাদেরও দেখা যায় না, কেননা অন্তরীক্ষ ভ্রমণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। তাই শক্তিশালী দেবতা ও পরমেশ্বর ভগবান উভয়েই আধুনিক যুগের মানুষের দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেছেন। আধুনিক যুগের মানুষেরা সবকিছুই তাদের চোখের দ্বারা দর্শন করতে চায়, যদিও তাদের যথেষ্ট যোগ্যতা নেই। তার ফলে তারা দেবতা বা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তাদের কর্তব্য হচ্ছে কেবল তাদের অযোগ্য দৃষ্টিশক্তির উপর বিশ্বাস না করে প্রামাণিক শাস্ত্রের মাধ্যমে দর্শন করা। ভগবানকে আজও প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত দৃষ্টির মাধ্যমে দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৩০

ততশ্চ মনবঃ কালে ঈজিরে ঋষয়োঽপরে।
পিতরো বিবুধা দৈত্যা মনুষ্যাঃ ক্রতুভির্বিভুম্ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তারপর; **চ**—ও; **মনবঃ**— মানবজাতির পিতা মনুগণ, **কালে**—যথাসময়ে; **ঈজিরে**—পূজা করেছিলেন; **ঋষয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **অপরে**—অন্যেরা; **পিতরঃ**—

পিতৃগণ; **বিবুধাঃ**—বিদ্বান পণ্ডিতগণ; **দৈত্যাঃ**—দেবতাদের মহান ভক্তগণ; **মনুষ্যাঃ**—মানুষগণ; **ক্রতুভির্বিভুম্**—পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর মনুষ্য জাতির পিতা মনুগণ, মহান ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবতাগণ, বিদ্বান পণ্ডিতগণ, দেবতাগণ, দৈত্যগণ এবং মানবগণ যজ্ঞের দ্বারা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

দৈত্যরা দেবতাদের ভক্ত, কেননা তারা তাদের কাছ থেকে যথাসাধ্য জড়জাগতিক সুযোগ সুবিধা লাভ করতে চায়। ভগবানের ভক্তেরা হচ্ছেন একনিষ্ঠ, অর্থাৎ তাঁরা ভগবানের সেবাতেই সর্বতোভাবে আসক্ত। তাই তাঁদের জাগতিক সুযোগ-সুবিধা চাওয়ার কোন সময় নেই। তাঁরা তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত বলে জাগতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে পারমার্থিক উন্নতির ব্যাপারে অধিক আগ্রহী।

শ্লোক ৩১

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ ॥ ৩১ ॥

নারায়ণে—নারায়ণকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **তদিদম্**—এই সমস্ত ভৌতিক প্রকাশ; **বিশ্বম্**—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ; **আহিতম্**—অবস্থিত; **গৃহীত**—স্বীকার করে; **মায়া**—ভৌতিক শক্তিসমূহ; **উরু-গুণঃ**—অত্যন্ত শক্তিমান; **সর্গ-আদৌ**— সৃজন, পালন এবং সংহার; **অগুণঃ**—প্রকৃতির গুণের প্রতি আসক্তিরহিত; **স্বতঃ**—আত্মনির্ভরতাপূর্বক।

অনুবাদ

ভগবানের শক্তিশালী জড়া প্রকৃতিতে এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত। ভগবান স্বয়ং অগুণ হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টি কার্য, পালন কার্য এবং বিনাশকার্য সাধনের জন্য প্রকৃতির গুণসমূহ গ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

নারদ ব্রহ্মাকে জড় সৃষ্টির পালন সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তর এখানে পাওয়া যাচ্ছে। জড় বৈজ্ঞানিকেরা আপাতদৃষ্টিতে যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দর্শন করে তা প্রকৃতপক্ষে সৃজন, পালন এবং সংহারের চরম তত্ত্ব নয়। জড়া প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের শক্তি, যা কালক্রমে প্রকাশিত হয়, এবং ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিবরূপে যথাক্রমে

প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমো গুণ স্বীকার করেন। জড়া-প্রকৃতি এইভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণে কার্য করে, যদিও তিনি সর্বদা এই সমস্ত কার্যকলাপের অতীত।

একজন ধনী ব্যক্তি তাঁর সম্পদরূপী শক্তি ব্যয় করে এক বিরাট গৃহ নির্মাণ করেন, এবং তেমনই তিনি সেই গৃহটিকে ভেঙেও ফেলেন তাঁর সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে, কিন্তু তাঁর পালন কার্য তিনি করেন ব্যক্তিগতভাবে। ভগবান হচ্ছেন সবচাইতে ধনী, কেননা তিনি সর্বদা ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। তাই তাঁকে কখনো ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছু করতে হয় না, পক্ষান্তরে তাঁর ইচ্ছাশক্তি এবং নির্দেশনায় জড় জগতে সবকিছু সম্পাদিত হয়; তাই সমগ্র জড় জগৎ পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণে অবস্থিত।

জ্ঞানের অভাববশত মানুষ পরম সত্যকে নির্বিশেষ বলে মনে করে, এবং ব্রহ্মাজী, যিনি হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্যকলাপের স্রষ্টা, সে কথা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ব্রহ্মাজী বৈদিক জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী, অতএব এই বিষয়ে তাঁর অভিমত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

শ্লোক ৩২

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৩২ ॥

সৃজামি—সৃষ্টি করি; **তৎ**—তাঁর দ্বারা; **নিযুক্ত**—নিযুক্ত হয়ে; **অহম্**—আমি; **হরঃ**—শিব; **হরতি**—নাশ করেন; **তৎ-বশঃ**—তাঁর অধীনে; **বিশ্বম্**—সমগ্র বিশ্ব; **পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবান; **রূপেণ**—তাঁর নিত্য রূপের দ্বারা; **পরিপাতি**—পালন করেন; **ত্রি-শক্তি-ধৃক্**—তিন শক্তির নিয়ন্তা।

অনুবাদ

তাঁর ইচ্ছায় আমি সৃষ্টি করি, শিব সংহার করেন এবং তিনি স্বয়ং নিত্য ভগবানস্বরূপে সবকিছু পালন করেন। তিনি এই তিন শক্তির শক্তিমান নিয়ন্তা।

তাৎপর্য

এখানে *'একমেবাদ্বিতীয়ম্'* ধারণা স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান বাসুদেব এক, এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তি ও অংশের দ্বারা জড় জগতে এবং চিন্ময় জগতে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, সেই সবই তিনি পালন করেন।

জড় জগতেও ভগবান বাসুদেব হচ্ছেন সবকিছু, যে কথা শ্রীমদ্ভবদগীতায় (৭/১৯) বলা হয়েছে—*বাসুদেবঃ সর্বমিতি*—সবকিছুই কেবল বাসুদেব। বৈদিক মন্ত্রেও বাসুদেবকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করা হয়েছে। বেদে বলা হয়েছে *বাসুদেবাৎ পরোব্রহ্মন্নচান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ*—প্রকৃতপক্ষে বাসুদেব ছাড়া পরম সত্য আর কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৭/৭) সেই সত্যই প্রতিপন্ন করেছেন—*মত্তঃ পরতরং নান্যৎ*—আমার থেকে (শ্রীকৃষ্ণের থেকে) শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই।

অতএব অদ্বৈতবাদের ধারণা, যার প্রতি নির্বিশেষবাদীরা অত্যন্ত আসক্ত, তাও ভগবানের সবিশেষ ভক্ত কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। পার্থক্য কেবল এই যে নির্বিশেষবাদীরা চরমে তাঁর সবিশেষত্ব অস্বীকার করে, কিন্তু ভক্তরা ভগবানের সবিশেষ ভগবত্তার অধিক গুরুত্ব দেন। এই সত্য শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে—ভগবান বাসুদেব এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তাই তিনি নিজেকে বিস্তার করে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা প্রদর্শন করেন।

এখানে ভগবানকে তিনটি শক্তির দ্বারা সর্বশক্তিমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে (*ত্রিশক্তিধৃক্*)। প্রধানত তাঁর তিনটি শক্তি হচ্ছে অন্তরঙ্গা, তটস্থা এবং বহিরঙ্গা। বহিরঙ্গা শক্তিও সত্ত্ব, রজো এবং তমো এই তিনটি গুণের দ্বারা প্রদর্শিত হয়।

তেমনই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিও সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী, এই তিনটি চিন্ময় গুণের দ্বারা প্রদর্শিত হয়। তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তিও চিন্ময়, যা ভগবানের পরা-প্রকৃতিসম্ভূত (*প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্*)।

কিন্তু জীব কখনোই ভগবানের সমান নয়। ভগবান *নিরস্তসাম্যঅতিশয়*; অর্থাৎ, কেউই ভগবানের থেকে মহৎ নয় এবং ভগবানের সমান নয়। অতএব সমস্ত জীব, এমনকি ব্রহ্মা এবং শিব আদি মহান ব্যক্তিরা পর্যন্ত সকলেই ভগবানের অধীন। জড় জগতেও, তাঁর নিত্য বিষ্ণুরূপে তিনি ব্রহ্মা শিব আদি সমস্ত দেবতাদের পালন করেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৩৩

ইতি তেঽভিহিতং তাত যথেদমনুপৃচ্ছসি।
নান্যদ্ভগবতঃ কিঞ্চিদ্ভাব্যং সদসদাত্মকম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **তে**—তোমাকে; **অভিহিতম্**—বিশ্লেষণ করেছি; **তাত**—হে প্রিয় পুত্র; **যথা**—যেমন; **ইদম্**—এই সমস্ত; **অনুপৃচ্ছসি**—যেভাবে তুমি প্রশ্ন করেছ; **ন**—কখনোই না; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের অতীত; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছুই নয়; **ভাব্যম্**—চিন্তনীয়; **সৎ**—কারণ; **অসৎ**—কার্য; **আত্মকম্**—বিষয়ে।

অনুবাদ

হে পুত্র! তুমি আমার কাছে যা কিছু প্রশ্ন করেছ, আমি তা তোমাকে এইভাবে বললাম। তুমি নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে (জড় এবং চেতন জগতে) কার্য এবং কারণরূপে যা কিছু বর্তমান, তাদের কোন কিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নয়।

তাৎপর্য

ভগবানের জড়া এবং পরা উভয় প্রকৃতিতেই প্রকাশিত সমগ্র জগৎ প্রথমে কারণ এবং তারপর কার্যরূপে সক্রিয় হয়েছে। কিন্তু আদি কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। আদি

কারণের কার্য অন্য কার্যের কারণ হয়, এবং এইভাবে নিত্য বা অনিত্য সবকিছুই কারণ এবং কার্যরূপে ক্রিয়াশীল। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সমস্ত ব্যক্তি এবং সমস্ত শক্তির আদি কারণ, তাই তাঁকে বলা হয় সর্বকারণের পরম কারণ, যে কথা ব্রহ্ম-সংহিতা এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫/১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৮) বলা হয়েছে—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥

সুতরাং মূল কারণ হচ্ছেন বিগ্রহ এবং তা সবিশেষ, আর নির্বিশেষ রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিও হচ্ছে পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের একটি কারণ (*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*)।

শ্লোক ৩৪

ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে
ন বৈ ক্বচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে
যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ॥ ৩৪॥

ন—কখনোই না; **ভারতী**—বিবৃতি; **মে**—আমার; **অঙ্গ**—হে নারদ; **মৃষা**— মিথ্যা; **উপলক্ষ্যতে**—প্রমাণিত হয়; **ন**—কখনোই না; **বৈ**—অবশ্যই; **ক্বচিৎ**— কখনো; **মে**—আমার; **মনসঃ**—মনের; **মৃষা**—মিথ্যা; **গতিঃ**—প্রগতি; **ন**—না; **মে**—আমার; **হৃষীকাণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **পতন্তি**—অধঃপতিত হয়; **অসৎ পথে**—অনিত্য বস্তুতে; **যৎ**—যেহেতু; **মে**—আমার; **হৃদা**—হৃদয়; **উৎকণ্ঠ্যবতা**—মহান ঐকান্তিকতার দ্বারা; **ধৃতঃ**—ধারণ করা হয়েছে; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে নারদ! যেহেতু আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে ধারণ করেছি, তাই আমি যা কিছু বলি তা কখনোই মিথ্যা হয় না। আমার মনের প্রগতিও কখনো অবরুদ্ধ হয় না এবং আমার ইন্দ্রিয়সমূহ কখনো বিষয়ের অনিত্য আসক্তিতে অধঃপতিত হয় না।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞানের আদি বক্তা হচ্ছেন ব্রহ্মাজী, এবং তিনি সেই জ্ঞান নারদকে দান করেছিলেন। আর নারদ সেই দিব্য জ্ঞান পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করেছেন ব্যাসদেব প্রমুখ তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে। বৈদিক জ্ঞানের অনুগামীরা ব্রহ্মাজীর বাণীকে পরম সত্য বলে

মনে করেন, এবং সৃষ্টির আদি থেকে অনাদি কাল ধরে গুরু-শিষ্য-পরম্পরার ধারায় পৃথিবীর সর্বত্র এই দিব্য জ্ঞান বিতরিত হচ্ছে। ব্রহ্মা হচ্ছেন এই জড় জগতে পূর্ণ মুক্ত জীব, এবং পারমার্থিক তত্ত্বের নিষ্ঠাবান জিজ্ঞাসুর কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মাজীর বাণীকে অচ্যুত বলে গ্রহণ করা।

বৈদিক জ্ঞান অচ্যুত, কেননা তা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবান থেকে ব্রহ্মাজীর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং যেহেতু তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, তাই তাঁর বাণী সর্বদাই সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত। তার কারণ হচ্ছে ব্রহ্মাজী হচ্ছেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, যিনি নিষ্ঠা সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে পরম সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্মা রচিত ব্রহ্ম-সংহিতায় তিনি সেই সূত্রের পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, *গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি*—"আমি আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি।" পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকার ফলে তিনি যা কিছু বলেন, যা কিছু ভাবেন এবং যা কিছু করেন, তা সত্য বলে গ্রহণীয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৩১) ভগবান ঘোষণা করেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি*—"হে কুন্তীপুত্র, তুমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর।" ভগবান অর্জুনকে ঘোষণা করতে বলেছেন কেন ? কেননা, কখনো কখনো গোবিন্দের নিজের প্রতিশ্রুতি জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের কাছে অসত্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের প্রতিশ্রুতি কখনো ব্যর্থ হয় না। ভগবদ্ভক্ত বিশেষভাবে ভগবান কর্তৃক রক্ষিত হন, যাতে তিনি অচ্যুত থাকতে পারেন।

তাই ভগবদ্ভক্তির পন্থা শুরু হয় পরম্পরার ধারায় অবস্থিত শুদ্ধ ভক্তের সেবার মাধ্যমে। ভগবদ্ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা নিরাকার। ভগবান নিত্য সবিশেষ, এবং ভগবদ্ভক্তও নিত্য সবিশেষ। যেহেতু মুক্ত অবস্থাতেও ভক্তের ইন্দ্রিয়সমূহ থাকে, তাই তিনি সর্বাবস্থাতেই সবিশেষ। যেহেতু ভগবান সর্বতোভাবে আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভক্তের সেবা অঙ্গীকার করেন, তাই ভগবানও তাঁর পূর্ণ চিন্ময় সত্তায় সবিশেষ।

ভক্তের ইন্দ্রিয়সমূহ ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকার ফলে মিথ্যা জড় সুখভোগের আকর্ষণে কখনো বিভ্রান্ত হয় না। ভগবদ্ভক্তের পরিকল্পনা কখনো ব্যর্থ হয় না, এবং তার কারণ হচ্ছে ভগবানের সেবায় ভক্তের শ্রদ্ধাপূর্ণ আসক্তি। এইটি হচ্ছে সিদ্ধি এবং মুক্তির মানদণ্ড। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সকলেই আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে আসক্ত হওয়ার ফলেই কেবল তৎক্ষণাৎ মুক্তির পথে অগ্রসর হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৪/২৬) ভগবান বলেছেন—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

অতএব, কেউ যখন সর্বান্তঃকরণে দিব্য প্রেমভক্তির মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার বাসনা করেন, তাঁর কর্ম এবং বাণী সর্বদাই অভ্রান্ত হয়। তার কারণ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম সত্য, এবং কেউ যখন ঐকান্তিকভাবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত

হন, তখন তিনিও সেই দিব্য গুণাবলী লাভ করেন। পক্ষান্তরে, পরম সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত ভৌতিক বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের উপর আধারিত মানসিক জল্পনা-কল্পনা ভ্রান্ত হবে এবং ব্যর্থ হবে। পরম সত্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক না থাকার জন্য এইপ্রকার ভগবদ্বিহীন অশ্রদ্ধাপূর্ণ বচন এবং কার্যকলাপ ভৌতিক দৃষ্টিতে যতই সমৃদ্ধিশালী বলে মনে হোক না কেন, কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয়। মহত্ত্বপূর্ণ এই শ্লোকের এটিই তাৎপর্য। ভক্তির এক কণা পর্বত-প্রমাণ অশ্রদ্ধার থেকেও অধিক মূল্যবান।

শ্লোক ৩৫

সোঽহং সমাম্নায়ময়স্তপোময়ঃ
প্রজাপতীনামভিবন্দিতঃ পতিঃ।
আস্থায় যোগং নিপুণং সমাহিত-
স্তং নাধ্যগচ্ছং যত আত্মসম্ভবঃ ॥ ৩৫ ॥

সঃ-অহম্—আমি (মহান ব্রহ্মা); **সমাম্নায়-ময়ঃ**—বৈদিক জ্ঞানের পরম্পরা-ধারায়; **তপঃ-ময়ঃ**—সাফল্য সহকারে সমস্ত তপশ্চর্যা অনুষ্ঠান করার ফলে; **প্রজাপতীনাম্**—সমস্ত প্রজাপতিদের; **অভিবন্দিতঃ**—আরাধ্য; **পতিঃ**—প্রভু; **আস্থায়**—সাফল্য সহকারে অনুশীলন করা হয়েছে; **যোগম্**—যোগসিদ্ধি; **নিপুণম্**—অত্যন্ত সুদক্ষ; **সমাহিতঃ**—একাগ্র চিত্ত; **তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ন**—করেননি; **অধ্যগচ্ছম্**—যথাযথভাবে বুঝতে পারে; **যতঃ**—যাঁর কাছ থেকে; **আত্ম**—স্বয়ং; **সম্ভবঃ**—উৎপন্ন।

অনুবাদ

বেদময়, তপোময় এবং প্রজাপতিদের দ্বারা পূজিত প্রভু একাগ্র চিত্তে নিপুণতা সহকারে যোগ সমাশ্রয় করেও যখন জন্মদাতার সম্বন্ধে জানতে পারিনি, তখন আমার সৃষ্ট অন্যান্য জীবেরা কিভাবে সেই পুরুষকে জানতে পারবে?

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত জীবেদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাজী বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও, তপশ্চর্যা, যোগসিদ্ধি, আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এবং মহান প্রজাপতিদের পূজিত প্রভু হওয়া সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানকে জানার বিষয়ে তাঁর অক্ষমতা স্বীকার করছেন। পরমেশ্বর ভগবানকে জানার জন্য এই সমস্ত গুণাবলী যথেষ্ট নয়। ব্রহ্মাজী যখন আকুল আকাঙ্ক্ষা সহকারে (*হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা*) তাঁর সেবা করার চেষ্টা করছিলেন, তখনই কেবল তিনি তাঁকে স্বল্প পরিমাণে জানতে পেরেছিলেন। তাই নিষ্ঠাপূর্ণ ঐকান্তিকতা সহকারে ভগবানের সেবার দ্বারাই তাঁকে জানা যায়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দার্শনিক চিন্তা, যোগ সিদ্ধি ইত্যাদি জাগতিক যোগ্যতার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৪-৫৫) স্পষ্টভাবে সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ।।
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ।।

বৈদিক জ্ঞান, তপশ্চর্যা ইত্যাদি আত্ম-উপলব্ধির পন্থা ভগবদ্ভক্তির সহায়ক হতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত মানুষ আত্ম উপলব্ধির স্তর প্রাপ্ত হলেও সে অপূর্ণ থাকে, কেননা সে তাতে যথাযথভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। আত্ম-উপলব্ধি হলে বা ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হলে ভগবদ্ভক্ত হওয়ার যোগ্যতা লাভ হয়, এবং ভগবদ্ভক্ত ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন।

এখানে ভ্রান্তিবশত মনে করা উচিত নয় যে *বিশতে* (প্রবেশ করে) শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়া। এই জড় জগতেও মানুষ ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে আছে। কোন জড়বাদী জড় পদার্থ থেকে আত্মাকে পৃথক করতে পারে না, কেননা আত্মা ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তিতে লীন হয়ে আছে। সাধারণ মানুষ যেমন দুধ থেকে মাখন আলাদা করতে পারে না,তেমনি কতকগুলিজড় যোগ্যতা অর্জন করার মাধ্যমে জড় পদার্থে লীন হয়ে আছে যে আত্মা, তাকে জড় পদার্থ থেকে পৃথক করা যায় না।

ভক্তির দ্বারা এই *বিশতে* শব্দের অর্থ হচ্ছে সাক্ষাৎ ভগবানের সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হওয়া। ভক্তির অর্থ হচ্ছে ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের মতো হয়ে ভগবানের ধামে প্রবেশ করা। ব্যক্তিগত সত্তার বিনাশ ভক্তিযোগের বা ভগবদ্ভক্তের লক্ষ্য নয়। মুক্তি পাঁচ প্রকার, এবং তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে সাযুজ্য মুক্তি বা ভগবানের অস্তিত্বে বা দেহে লীন হয়ে যাওয়া। অন্য চার প্রকার মুক্তিতে আত্মার ব্যক্তিগত সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সর্বদা যুক্ত থাকে। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় *বিশতে* শব্দটি সেই ভক্তদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, যারা কোনপ্রকার মুক্তিলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত নয়। ভগবদ্ভক্তেরা কোন পরিস্থিতির অপেক্ষা না করে কেবলমাত্র ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েই সন্তুষ্ট হয়।

ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম সৃষ্ট জীব, যিনি সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন (*তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*)। তাই বেদান্ত বিষয়ে ব্রহ্মার থেকে অধিক জ্ঞানী আর কে আছে? কিন্তু তিনি এখানে স্বীকার করছেন যে পূর্ণ বৈদিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি ভগবানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হননি। যেহেতু ব্রহ্মার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, তাই তথাকথিত বৈদান্তিকেরা কিভাবে পরম সত্যকে পূর্ণরূপে জানতে পারবে? তথাকথিত বৈদান্তিকেরা তাই ভক্তিবেদান্ত, বা ভক্তিযুক্ত বেদান্তের শিক্ষা লাভ না করে ভগবানের অস্তিত্বে প্রবেশ করতে পারে না।

বেদান্তের অর্থ হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি, এবং ভক্তির অর্থ হচ্ছে কিছু পরিমাণে ভগবদ্-উপলব্ধি। কেউই পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না, কিন্তু

আত্মনিবেদন এবং সেবাবৃত্তির মাধ্যমে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে কিছু পরিমাণে জানা যায়।

ব্রহ্ম-সংহিতাতেও বলা হয়েছে, *বেদেষু দুর্লভম্*, অর্থাৎ শুধু বেদান্ত চর্চা করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না। কিন্তু ভগবান হচ্ছেন *অদুর্লভম্ আত্মভক্তৌ*, কিন্তু তাঁর ভক্তেরা তাঁকে অনায়াসে লাভ করতে পারেন। শ্রীল ব্যাসদেব তাই বেদান্ত-সূত্র রচনা করে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই তাঁর গুরুদেব নারদমুনির উপদেশে তিনি বেদান্তের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে জানার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

শ্লোক ৩৬

নতোঽস্ম্যহং তচ্চরণং সমীয়ুষাং
ভবচ্ছিদং স্বস্ত্যয়নং সুমঙ্গলম্।
যো হ্যাত্মমায়াবিভবং স্ম পর্যগাদ্
যথা নভঃ স্বান্তমথাপরে কুতঃ ॥ ৩৬ ॥

নতঃ—প্রণত ; **অস্মি**—হই ; **অহম্**—আমি ; **তৎ**—ভগবানের ; **চরণম্**— শ্রীপাদপদ্ম ; **সমীয়ুষাম্**—শরণাগতের ; **ভবৎ-ছিদম্**—যা জন্ম-মৃত্যুর চক্র রোধ করে ; **স্বস্তি-অয়নম্**—সমস্ত সুখের অনুভূতি ; **সুমঙ্গলম্**—সর্ব মঙ্গলময় ; **যঃ**—যিনি ; **হি**—নিশ্চিতভাবে ; **আত্ম-মায়া**—স্বীয় শক্তি ; **বিভবম্**—শক্তি ; **স্ম**—অবশ্যই ; **পর্যগাদ্**—অনুমান করতে পারে না ; **যথা**—যেভাবে ; **নভঃ**—আকাশ ; **স্ব-অন্তম্**—তার সীমা ; **অথ**—অতএব ; **অপরে**—অন্যেরা ; **কুতঃ**—কিভাবে।

অনুবাদ

তাই জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশ থেকে উদ্ধারকারী তাঁর শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করাই আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। এই আত্ম-সমর্পণ সর্বমঙ্গলময় এবং তার ফলে সর্বপ্রকার সুখ লাভ হয়। আকাশ যেমন নিজেই নিজের অন্ত পায় না, তেমনই ভগবানও তাঁর সীমা অনুমান করতে পারেন না। অতএব অন্যেরা কিভাবে তা করতে পারে?

তাৎপর্য

জীবেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্বী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপসিদ্ধ যোগী সমস্ত জীবের পরম গুরুরূপে আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন সর্বাঙ্গীণ সাফল্য লাভের জন্য এবং জড় জগতের সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে সর্বমঙ্গলময় পারমার্থিক জীবন লাভের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হতে।

ব্রহ্মাকে বলা হয় পিতামহ অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন পিতাদেরও পিতা। যারা নবীন, তারা তাদের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অভিজ্ঞ পিতার সঙ্গে পরামর্শ করে। পিতা স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। কিন্তু ব্রহ্মা হচ্ছেন পিতাদেরও পিতা। তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মনুষ্যদের পিতা মনুর পিতারও পিতা। তাই এই নগণ্য গ্রহের মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শক্তির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের অবধি অনুমান করার চেষ্টা না করে ব্রহ্মাজীর উপদেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া।

বেদে প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভগবানের শক্তি অসীম। *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৬/৮)*। তিনি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ, তিনি মহতের থেকেও মহীয়ান, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মাজীও স্বীকার করেছেন যে তাঁর শরণাগত হওয়াই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে শ্রেয়স্কর।

যাদের কোন প্রকার জ্ঞান নেই, তারাই কেবল দাবী করে যে তারাই সবকিছুর অধীশ্বর। আর তাদের ক্ষমতা কতটুকু ? তারা একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের আকাশের পরিধি পর্যন্ত মাপতে পারে না। তথাকথিত জড় বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে স্পুটনিকের সাহায্যে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক যেতে চল্লিশ হাজার বছর লাগবে। তাদের এই অনুমানটিও কাল্পনিক, কেননা কেউই চল্লিশ হাজার বছর বাঁচার প্রত্যাশা করে না। আর তা ছাড়া মহাকাশচারী বৈমানিক যখন তার ভ্রমণের শেষে এই পৃথিবীতে ফিরে আসবে, তখন শ্রেষ্ঠ মহাকাশচারীরূপে তাকে স্বাগত জানাবার জন্য তার কোন বন্ধুই এখানে উপস্থিত থাকবে না, যা আধুনিক মোহাচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিকদের লোক-দেখানো হালচালে পরিণত হয়েছে।

জড়জাগতিক জীবন সম্বন্ধে পরিকল্পনা করতে অত্যন্ত উৎসাহী একজন নাস্তিক বৈজ্ঞানিক জীবদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একটি হাসপাতাল খোলে, কিন্তু তার ছ মাসের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। অতএব এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম যাতে ব্যর্থ না হয় সে সম্বন্ধে সব সময় সতর্ক থাকা চাই। ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে অবশেষে মনুষ্য জন্ম লাভ হয়েছে, তাই অর্থনৈতিক উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নামে কৃত্রিমভাবে জীবনের প্রয়োজনগুলি বর্ধিত করে জড় সুখভোগের চেষ্টা করা উচিত নয়।

পক্ষান্তরে জীবনের সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়া উচিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সরাসরিভাবে সেই উপদেশ দিয়েছেন, এবং সমস্ত জীবের পিতামহ ব্রহ্মাজীও শ্রীমদ্ভাগবতে সেই উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত এই শরণাগতির পন্থা যে অস্বীকার করে—এক কথায় যে সমস্ত প্রামাণিক তত্ত্ব অস্বীকার করে, সে জড়া প্রকৃতির নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। জীব তার স্বরূপে স্বতন্ত্র নয়। তাকে হয় ভগবানের

কাছে নয়তো জড়া প্রকৃতির কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হয়। জড়া প্রকৃতিও ভগবানের থেকে স্বতন্ত্র নয়।

ভগবান নিজে জড়া প্রকৃতিকে *মম মায়া* বা "আমার মায়া" *(ভঃ গীঃ ৭/১৪)* এবং *মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা,* বা "আটটি উপাদানের মাধ্যমে প্রকাশিত আমার ভিন্ন প্রকৃতি" *(ভঃ গীঃ ৭/৪)* বলে বর্ণনা করেছেন। তাই জড়া প্রকৃতিও ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, এ সম্বন্ধে তিনি শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (৯/১০) বলেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—"আমার অধ্যক্ষতাতে জড়া প্রকৃতি ক্রিয়া করে এবং তার ফলে সব কিছু সক্রিয় হয়।" আর জীব জড়া প্রকৃতি থেকে উন্নততর শক্তি সম্ভূত বলে তার বিচার করার ক্ষমতা রয়েছে যে, সে ভগবানের শরণাগত হবে, না, জড়া প্রকৃতির শরণাগত হবে।

ভগবানের শরণাগত হলে জীব সুখী হয় এবং এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়; কিন্তু তা না করে সে যদি জড়া প্রকৃতির শরণাগত হয়, তা হলে তাকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তির অর্থ হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়া, কেন না, শরণাগতির এই পন্থাটি *ভবচ্ছিদম্* (সব রকম জড় দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি), *স্বস্ত্যয়নম্* (সর্বপ্রকার সুখের অনুভূতি) এবং *সুমঙ্গলম্* (সব প্রকার মঙ্গলের উৎস)।

অতএব, কেবলমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলেই মুক্তি, আনন্দ এবং সৌভাগ্য লাভ করা যায়, কেননা তিনি হচ্ছেন মুক্তিপ্রদ, আনন্দময় এবং মঙ্গলময়। এই প্রকার মুক্তি এবং আনন্দও অসীম, এবং তা আকাশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; যদিও প্রকৃতপক্ষে এই মুক্তি এবং আনন্দ আকাশের থেকেও বহুগুণ অধিক।

আমাদের বর্তমান অবস্থায় কোন কিছুর বিশালতার পরিমাণ আমরা অনুমান করতে পারি আকাশের সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে। আকাশের পরিধি আমরা মাপতে পারি না তবে ভগবানের সঙ্গ প্রভাবে যে মুক্তি ও আনন্দ লাভ হয় তা আকাশের থেকেও অনেক অনেক গুণ অধিক। সেই চিন্ময় আনন্দ এতই অসীম যে তা মাপা যায় না। এমনকি ভগবান নিজেও তা পারেন না, অতএব অন্যের কি কথা?

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *ব্রহ্ম সৌখ্যং ত্বনন্তম্*—চিন্ময় আনন্দ অন্তহীন। এখানে বলা হয়েছে যে, সেই আনন্দ ভগবান পর্যন্ত মাপতে পারেন না। তার অর্থ এই নয় যে ভগবান মাপতে অক্ষম এবং তাই তা ত্রুটিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ভগবান তা মাপতে পারেন, কিন্তু ভগবানের যে আনন্দ তাও পরমতত্ত্ব হওয়ার ফলে ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই ভগবান যখন এই আনন্দ মাপতে যান, তখন তা বর্ধিত হয়, এবং ভগবান যখন পুনরায় তা মাপতে যান তখন তা আরও অধিক গুণে বর্ধিত হয়; এইভাবে ভগবানের মাপা এবং আনন্দের আয়তনের মধ্যে নিত্য প্রতিযোগিতা চলতে থাকে এবং এই প্রতিযোগিতার কখনো শেষ হয় না।

চিন্ময় আনন্দ *আনন্দাম্বুধিবর্ধনম্,* বা এক আনন্দের সমুদ্র যা নিয়ত বর্ধিত হয়। জড় সমুদ্র রুদ্ধ, কিন্তু আনন্দের সমুদ্র নিত্য বর্ধমান। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদিলীলা ৪র্থ*

অধ্যায়) কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী-শক্তির মূর্তিমতী প্রকাশ শ্রীমতী রাধারাণীতে এই আনন্দের সমুদ্র অন্তহীনভাবে বর্ধিত হয়।

শ্লোক ৩৭

নাহং ন যূয়ং যদৃতাং গতিং বিদু-
র্ন বামদেবঃ কিমুতাপরে সুরাঃ।
তন্মায়য়া মোহিতবুদ্ধয়স্ত্বিদং
বিনির্মিতং চাত্মসমং বিচক্ষ্মহে ॥ ৩৭ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে আমার পুত্রেরা; **যৎ**—যাঁর; **ঋতাম্**—বাস্তবিক; **গতিম্**—গতি; **বিদুঃ**—জান; **ন**—না; **বামদেবঃ**—শিব; **কিম্**—কি; **উত**—অন্য কিছু; **অপরে**—অন্যেরা; **সুরাঃ**—দেবতারা; **তৎ**—তা; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **মোহিত**—মুগ্ধ; **বুদ্ধয়ঃ**—এইপ্রকার বুদ্ধির দ্বারা; **তু**—কিন্তু; **ইদম্**—এই; **বিনির্মিতম্**—যা সৃষ্ট হয়েছে; **চ**—ও; **আত্ম-সমম্**—স্বীয় ক্ষমতার দ্বারা; **বিচক্ষ্মহে**—দর্শন করে।

অনুবাদ

যেহেতু আমি, তুমি এবং শিব সেই চিন্ময় আনন্দের অবধি অনুমান করতে পারি না, অন্য দেবতারা তা কিভাবে জানবে? যেহেতু আমরা সকলেই ভগবানের মায়ার দ্বারা বিমোহিত, তাঁর মায়া বিনির্মিত এই বিশ্বকে আমরা আমাদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে দর্শন করি।

তাৎপর্য

পূর্বে আমরা বহুবার দ্বাদশ মহাজনের নাম উল্লেখ করেছি, যাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা, নারদ এবং শিব ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়। অন্যান্য দেবতা, উপদেবতা, গন্ধর্ব, চারণ, বিদ্যাধর, মনুষ্য এবং অসুরদের পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা কখনোই সম্ভব নয়। দেবতা, উপদেবতা, গন্ধর্ব ইত্যাদি সকলে উচ্চতর লোকের উন্নততর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন জীব, মানুষেরা হচ্ছে মধ্যবর্তী লোকের জীব, আর অসুরেরা নিম্নবর্তী লোকের অধিবাসী। তাদের সকলেরই পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে স্বীয় ধারণা রয়েছে, ঠিক যেমন মানব সমাজের বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিকদের ব্যক্তিগত ধারণা রয়েছে। এই সব জীবেরা জড়া প্রকৃতির প্রাণী এবং তারা প্রকৃতির গুণের অদ্ভুত প্রকাশের দ্বারা বিমোহিত।

এই প্রকার মোহ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৩) বলা হয়েছে, *ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ*—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পিপীলিকা পর্যন্ত

প্রতিটি জীব প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বিমোহিত। প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা অনুসারে মনে করে যে তার দর্শন-শক্তির অন্তর্গত এই ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডই সব কিছু। তাই বিংশ শতাব্দীর মানব সমাজের বৈজ্ঞানিকেরা তাদের নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি এবং অন্ত গণনা করে। কিন্তু এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা কি জানে?

ব্রহ্মাও এক সময় নিজেকে ভগবানের একমাত্র পুত্র বলে মনে করে মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পরে ভগবানের কৃপায় তিনি জানতে পেরেছিলেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডের অতীত আরও অনেক অনেক গুণ বড় ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং সেখানে তাঁর থেকে অনেক অনেক গুণ শক্তিশালী ব্রহ্মারা রয়েছেন। সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একত্রে ভগবানের *একপাদ-বিভূতি*, যা ভগবানের সৃজনাত্মক শক্তির এক-চতুর্থাংশ মাত্র। তাঁর শক্তির অন্য তিন-চতুর্থাংশ চিজ্জগৎরূপে প্রকাশিত, অতএব ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিকেরা তাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক নিয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কি জানতে পারে?

ভগবান তাই বলেছেন, *মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্*—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিমোহিত হয়ে তারা জানতে পারে না যে, এই ব্যক্ত জগতের অতীত পরমেশ্বর ভগবান রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন সব কিছুর পরম নিয়ন্তা।

ব্রহ্মা, নারদ এবং শিব পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে জানেন, এবং তাই সকলের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ক্ষমতায় সন্তুষ্ট না হয়ে এবং মহাকাশযান ও আধুনিক বিজ্ঞানের এই প্রকার শিশুসুলভ আবিষ্কারে মোহিত না হয়ে ব্রহ্মা, নারদ, শিব আদি মহাজনদের নির্দেশ অনুসরণ করা। পিতার পরিচয় জানার ব্যাপারে যেমন মাতার বাণীই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, তেমনই ব্রহ্মা, নারদ, শিব প্রমুখ মহাজন কর্তৃক প্রদত্ত বেদরূপী মাতাই হচ্ছেন পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জানবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্লোক ৩৮

যস্যাবতারকর্মাণি গায়ন্তি হ্যস্মদাদয়ঃ।
ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৮ ॥

যস্য—যাঁর; **অবতার**—অবতার; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **গায়ন্তি**—মহিমা কীর্তন করেন; **হি**—অবশ্যই; **অস্মৎ-আদয়ঃ**—আমাদের মতো ব্যক্তিরা; **ন**—করে না; **যম্**—যাঁকে; **বিদন্তি**—জানে; **তত্ত্বেন**—স্বরূপত; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর অবতার এবং কার্যসমূহ আমরা মহিমা কীর্তনের জন্য গান করি, যদিও তাঁর স্বরূপে তাঁকে পূর্ণরূপে জানা প্রায় অসম্ভব।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয় যে, ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি স্থূল জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা সম্ভব নয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ যখন শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং শ্রীবিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনার মাধ্যমে পবিত্র হয়, তখন ভগবান ভক্তের ভক্তির মাত্রা অনুসারে নিজেকে প্রকাশ করেন (*যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে*)। ভগবানকে আজ্ঞাবহ মাল-জোগানদার মনে করা উচিত নয়, যাঁকে আমাদের দেখতে চাওয়ার বাসনা করা মাত্রই আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হতে হবে। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মা, নারদ প্রমুখ মহাজনদের গুরু-পরম্পরার ধারায়, পূর্ববর্তী আচার্যদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে আমাদের ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে যখন ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রমশ শুদ্ধ হয়, তখন ভক্তের পারমার্থিক প্রগতির মাত্রা অনুসারে ভগবান তার কাছে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন।

কিন্তু যারা ভগবদ্ভক্তির সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, তারা কেবল তাদের দার্শনিক অনুমানের দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না। এইপ্রকার কঠোর পরিশ্রমকারীরা শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে শব্দজাল বিন্যাস করতে পারে, কিন্তু কখনো পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর সবিশেষ স্বরূপে জানতে পারে না। ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, কেবল ভক্তির মাধ্যমেই তাঁকে জানা যায়। কোনরকম গর্বোদ্ধত জড় পন্থায় তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে ভগবানকে জানা যায় না, পক্ষান্তরে বিনম্র ভক্ত ঐকান্তিক সেবার মাধ্যমে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারেন এবং তার ফলে ভগবান সেই ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন।

একজন সদ্‌গুরুরূপে ব্রহ্মা তাই তাঁকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন এবং আমাদের উপদেশ দিয়েছেন শ্রবণ এবং কীর্তনের পন্থা অনুসরণ করতে। কেবল এই পন্থার মাধ্যমে অথবা ভগবানের অবতারের মহিমান্বিত কার্যকলাপ শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলে, অবশ্যই অন্তরের অন্তঃস্থলে ভগবানকে দর্শন করা যায়। আমরা ইতিপূর্বে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে (১/২/১২) সে বিষয়ে আলোচনা করেছি—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥

অর্থাৎ, কোন প্রকারেই পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে জানা যায় না, কিন্তু শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি ভগবদ্ভক্তির পন্থায় তাঁকে আংশিকভাবে দর্শন করা এবং উপলব্ধি করা যায়।

শ্লোক ৩৯

স এষ আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ।
আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মানং স সংযচ্ছতি পাতি চ ॥ ৩৯ ॥

সঃ—তিনি ; **এষঃ**—এই ; **আদ্যঃ**—আদিপুরুষ ভগবান ; **পুরুষঃ**—গোবিন্দ বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার মহাবিষ্ণু ; **কল্পে কল্পে**—প্রতি কল্পে ; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন ; **অজঃ**—অজন্মা ; **আত্মা**—স্বয়ং ; **আত্মণি**—আপনাতে ; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা ; **আত্মানম্**—নিজেকে ; **সঃ**—তিনি ; **সংযচ্ছতি**-সংবরণ করেন ; **পাতি**—পালন করেন ; **চ**—ও।

অনুবাদ

সেই আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম অবতার মহাবিষ্ণু রূপে নিজেকে বিস্তার করে এই ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি করেন। তাঁর মধ্যেই অবশ্য সৃষ্টি প্রকাশিত হয়, এবং জড় পদার্থ ও জড় অভিব্যক্তি সবই তিনি স্বয়ং। কিছুকালের জন্য তিনি তাদের পালন করেন এবং তারপর তিনি পুনরায় তাদের আত্মসাৎ করে নেন।

তাৎপর্য

এই সৃষ্টি ভগবান থেকে অভিন্ন, কিন্তু তথাপি এই সৃষ্টিতে তিনি নেই। এই তত্ত্ব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৪) বিশ্লেষিত হয়েছে—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

পরম সত্যের নির্বিশেষ ধারণাও পরমেশ্বর ভগবানের একটি রূপ এবং তাঁকে বলা হয় *অব্যক্ত-মূর্তি*। *মূর্তি* মানে হল রূপ, কিন্তু তাঁর নির্বিশেষরূপ যেহেতু আমাদের সীমিত ইন্দ্রিয়ের ধারণার অতীত, তাই তিনি অব্যক্ত মূর্তি এবং ভগবানের সেই অব্যক্তরূপে সমগ্র সৃষ্টি আশ্রিত ; অথবা পক্ষান্তরে বলা যায়, সমগ্র সৃষ্টিই ভগবান স্বয়ং, এবং সেই সূত্রে এই জড় সৃষ্টি ভগবান থেকে অভিন্ন। কিন্তু আদিপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি এই সৃষ্টি থেকে পৃথক। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের নিরাকার রূপের উপর জোর দেয়, কিন্তু তারা সবিশেষ আদিরূপে বিশ্বাস করে না।

বৈষ্ণবেরা কিন্তু ভগবানের সেই আদি রূপ স্বীকার করেন, যার একটি প্রকাশ হচ্ছে এই নির্বিশেষ রূপ। ভগবানের সাকার এবং নিরাকার ধারণা যুগপৎ বর্তমান, এবং সে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। মানব বুদ্ধির অকল্পনীয় এই বিচার শাস্ত্র প্রমাণের ভিত্তিতে স্বীকার করা উচিত এবং ভগবদ্ভক্তির প্রগতির মাধ্যমে কেবল ব্যবহারিকভাবে সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব, মানসিক জল্পনা-কল্পনা বা তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে তাকে জানা কখনই সম্ভব নয়।

নির্বিশেষবাদীরা আরোহী-পন্থার উপর নির্ভর করে এবং তাই তারা আদি-পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে সর্বদা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে তাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই, যদিও সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে তাঁর সম্বন্ধে সবকিছু

স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের অল্প জ্ঞানের মাধ্যমে তারা ধারণা করতে পারে না যে ভগবান তাঁর স্বরূপে কিভাবে সবকিছুর মধ্যে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন। তাদের এই অপূর্ণতার কারণ, তাদের এই জড় ধারণা যে, কোন বস্তু বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হলে তার মূল রূপটি আর বর্তমান থাকে না।

আদিপুরুষ ভগবান (*আদ্যঃ*) গোবিন্দ মহাবিষ্ণুরূপে নিজেকে বিস্তার করে তাঁর সৃষ্ট কারণ-সমুদ্রে শয়ন করেন। ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫/৪৭) সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ।
আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্তিং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

এখানে ব্রহ্মাজী বলেছেন, "আমি সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর অংশাবতার মহাবিষ্ণুরূপে কারণ-সমুদ্রে যোগনিদ্রায় শায়িত, এবং তাঁর দিব্য শরীরের রোমকূপ থেকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে।"

এই মহাবিষ্ণু হচ্ছেন এই সৃষ্টিতে প্রথম অবতার ; তাঁর থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় এবং একে একে সব ভৌতিক অভিব্যক্তির প্রকাশ হয়। মহত্তত্ত্বরূপে ভগবান কারণ-সমুদ্র সৃষ্টি করেন, যা চিদাকাশে ঠিক এক খণ্ড মেঘের মতো এবং তা তাঁর বিভিন্ন প্রকাশের একটি অংশ মাত্র। চিদাকাশ হচ্ছে তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার বিস্তার, এবং তিনি মহত্তত্ত্বরূপী মেঘও। তিনি কারণ-সমুদ্রে শয়ন করে তাঁর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, এবং তারপর প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের পালনের জন্য ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য সমস্ত দেবতাদের সৃষ্টি করেন এবং অবশেষে তাঁদের সকলকে তাঁর শরীরে লীন করে নেন, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৭) বলা হয়েছে—

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥

"হে কুন্তীপুত্র, কল্পান্তে অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ু যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সমগ্র সৃষ্টি আমার প্রকৃতিতে প্রবেশ করে। তারপর পুনরায় যখন আমি ইচ্ছা করি, তখন আমার স্বীয় শক্তির দ্বারা সেই সৃষ্টি প্রকাশিত হয়।"

অর্থাৎ, সর্বত্রই কেবল ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিরই প্রকাশ, যার সম্বন্ধে পূর্ণরূপে জানা সম্ভব নয়। এই বিষয়টি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

শ্লোক ৪০-৪১

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতম্ ।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমদ্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥

ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ ।
যদা তদেবাসত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্ ॥ ৪১ ॥

বিশুদ্ধম্—জড় কলুষরহিত; **কেবলম্**—শুদ্ধ এবং পূর্ণ; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **প্রত্যক্**—সর্বব্যাপ্ত; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **অবস্থিতম্**—স্থিত; **সত্যম্**—সত্য; **পূর্ণম্**—পরম; **অনাদি**—যাঁর আদি নেই; **অন্তম্**—অন্ত; **নির্গুণম্**—জড় গুণরহিত; **নিত্যম্**—নিত্য; **অদ্বয়ম্**—অদ্বিতীয়; **ঋষে**—হে ঋষি নারদ; **বিদন্তি**—তাঁরা কেবল বুঝতে পারেন; **মুনয়ঃ**—মহান মনীষীগণ; **প্রশান্ত**—শান্ত চিত্ত; **আত্ম**—স্বয়ং; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **আশয়াঃ**—আশ্রিত; **যদা**—যখন; **তৎ**—তা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অসৎ**—অনিত্য; **তর্কৈঃ**—তর্কের দ্বারা; **তিরঃ-ধীয়েত**—হারিয়ে যায়; **বিপ্লুতম্**—বিকৃত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ শুদ্ধ এবং জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত। তিনি পরম সত্য এবং পূর্ণ জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি সর্বব্যাপ্ত, অদ্বিতীয়, অনাদি এবং অনন্ত। হে মহর্ষি নারদ, মহান মুনিরা সবরকম জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যখন অবিচলিত ইন্দ্রিয়ের শরণ গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে জানতে পারেন। অন্যথা, বৃথা তর্কের দ্বারা সবকিছু বিকৃত হয়ে যায় এবং ভগবান আমাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে যান।

তাৎপর্য

এখানে অনিত্য জড় সৃষ্টিতে ভগবানের দিব্য কার্যকলাপ বহির্ভূত বিষয়ে মূল্যাঙ্কন করা হয়েছে। মায়াবাদ দর্শন প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে যে ভগবান যখন জড় জগতে অবতরণ করে রূপ পরিগ্রহ করেন, তখন তিনি জড় শরীরের দ্বারা কলুষিত হন। সর্বাবস্থায় ভগবানের পূর্ণ শুদ্ধতা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সেই অপসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয়েছে।

মায়াবাদ দর্শনে বলা হয় যে আত্মা যখন অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তখন সে জীব এবং যখন সে অজ্ঞানের বা অবিদ্যার আবরণ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে নির্বিশেষ-ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে ভগবান পূর্ণতা এবং পরম জ্ঞানের নিত্য প্রতীক। এইটি হচ্ছে তাঁর বৈশিষ্ট্য—তিনি সর্বাবস্থাতেই জড় কলুষ থেকে মুক্ত। এই বৈশিষ্ট্য সাধারণ জীব থেকে ভগবানের পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করে, কেননা জীবের

মধ্যে অজ্ঞানের বশীভূত হওয়ার প্রবৃত্তি থাকে এবং তার ফলে সে বিভিন্ন প্রকার জড় উপাধি গ্রহণ করে।

বেদে বলা হয়েছে যে ভগবান *বিজ্ঞানমানন্দম্*, অর্থাৎ তিনি জ্ঞান এবং আনন্দে পূর্ণ। তাঁর সঙ্গে বদ্ধ জীবের তুলনা করা চলে না। কেননা জীবের মধ্যে কলুষিত হওয়ার প্রবৃত্তি থাকে, কিন্তু ভগবান কখনো জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হন না; যদিও মুক্তির পর জীবও ভগবানের গুণাবলীতে বিভূষিত হয়। কিন্তু কলুষিত হওয়ার প্রবৃত্তির ফলে জীব ভগবান থেকে ভিন্ন।

বেদে বলা হয়েছে, *শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্*—জীবাত্মা পাপের দ্বারা কলুষিত হয়, কিন্তু ভগবান কখনো কলুষিত হন না। ভগবানের তুলনা শক্তিশালী সূর্যের সঙ্গে করা হয়েছে। সূর্য এতই শক্তিমান যে কোনরকম সংক্রমণের দ্বারা সে কখনো কলুষিত হয় না। পক্ষান্তরে, সূর্য কিরণের প্রভাবে সংক্রামিত বস্তু বীজাণুমুক্ত হয়ে যায়। তেমনই, ভগবান কখনো পাপের দ্বারা কলুষিত হন না; পক্ষান্তরে ভগবানের সংস্পর্শে আসার ফলে পাপীরা নিষ্পাপ হয়ে যায়।

ভগবানও সূর্যের মতো সর্বব্যাপ্ত, এবং তাই এই শ্লোকে *প্রত্যক্* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কিছুই ভগবানের অস্তিত্বের বহির্ভূত নয়। সবকিছুর অন্তরেই ভগবান বিরাজমান, এবং জীবের কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তিনি সবকিছুকে আচ্ছাদনও করেন। তাই তিনি অনন্ত, এবং জীব অণুসদৃশ। বেদে বলা হয়েছে যে কেবল ভগবানেরই অস্তিত্ব আছে আর অন্য সকলেই তাঁর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। তিনি সকলের অস্তিত্ব ক্ষমতার উৎস। তিনি সমস্ত নিরপেক্ষ সত্যের পরম সত্য। তিনি সকলের সমস্ত ঐশ্বর্যের উৎস, এবং তাই কেউই তাঁর সমান ঐশ্বর্যশালী হতে পারে না। ধন, যশ, বীর্য, সৌন্দর্য, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য আদি সমস্ত ঐশ্বর্যে পূর্ণ হওয়ার ফলে তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। আর যেহেতু তিনি পুরুষ, তাই তাঁর বহু গুণাবলী রয়েছে, তবে তিনি সবরকম জড় গুণেরই অতীত।

আমরা *ইত্থং-ভূত-গুণো হরিঃ* (শ্রীমদ্ভাগবত ১/৭/১০) উক্তিটির আলোচনা পূর্বে করেছি। তাঁর অপ্রাকৃত গুণাবলী এতই আকর্ষণীয় যে মুক্ত পুরুষেরাও (আত্মারামেরাও) তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট। যদিও তিনি সর্বপ্রকার সবিশেষ গুণের দ্বারা গুণান্বিত, তা সত্ত্বেও তিনি সর্বশক্তিমান। তাই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কিছু করণীয় নেই, কেননা তাঁর সর্বশক্তিমান শক্তির দ্বারা সবকিছুই সম্পাদিত হয়ে যায়।

বৈদিক মন্ত্রে সে কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ*। এর দ্বারা ভগবানের বিশিষ্ট চিন্ময় রূপের সংকেত পাওয়া যায়, যা ভৌতিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনো অনুভূত হয় না। তাঁকে দর্শন করা তখনই সম্ভব হয় যখন ইন্দ্রিয়সমূহ ভক্তির দ্বারা শুদ্ধ হয় (*যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*)। প্রকৃতপক্ষে ভগবান এবং জীবের মধ্যে বহু বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

ভগবানের সঙ্গে কারোরই তুলনা করা চলে না, যে বিষয়ে বেদে ঘোষণা করা হয়েছে (*একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, দ্বৈতাদ্বৈভয়ং ভবতি*)। ভগবানের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এবং তাই তিনি কারো ভয়ে ভীত নন, এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। যদিও তিনিই হচ্ছেন অন্য সমস্ত জীবেদের উৎস, তবুও তাঁর এবং জীবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তা না হলে পূর্ববর্তী শ্লোকের উক্তি, *ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন*—অর্থাৎ কেউই তাঁকে পূর্ণরূপে জানতে পারে না, এই উক্তিটির কোন প্রয়োজন ছিল না। কেউই যে তাঁকে পূর্ণরূপে জানতে পারে না সে কথা এই শ্লোকেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কিন্তু এখানে কিছু পরিমাণে তাঁকে জানার যোগ্যতার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশান্তরাই, অর্থাৎ ভগবানের অনন্য ভক্তরাই কেবল তাঁকে বিশদভাবে জানতে পারে। তার কারণ হচ্ছে, ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক হওয়া ব্যতীত ভক্তদের আর কোন কামনা নেই। কিন্তু অন্যেরা যথা জ্ঞানী, দার্শনিক, যোগী এবং সকাম কর্মী, নানারকম কামনা-বাসনাযুক্ত, এবং তাই তারা শান্ত হতে পারে না।

সকাম কর্মীরা তাদের কর্মের ফল ভোগ করতে চায়, যোগীরা সিদ্ধি লাভ করতে চায় এবং জ্ঞানীরা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের বাসনা থাকে, ততক্ষণ তার শান্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না; পক্ষান্তরে অর্থহীন শুষ্ক মনোধর্মী তর্কের দ্বারা সবকিছু বিকৃত হয়ে যায় এবং তার ফলে ভগবান তাদের উপলব্ধি থেকে আরও দূরে সরে যান।

শুষ্ক জ্ঞানীরা, তপশ্চর্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধন করেন বলে কিছু পরিমাণে ভগবানের নির্বিশেষরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের পক্ষে তাঁর চরম রূপ গোবিন্দকে জানার কোন সম্ভাবনা নেই, কেননা *অমলাত্মন* বা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ব্যক্তিরাই কেবল শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পন্থা গ্রহণ করেত পারেন এবং তার ফলে তাঁর স্বরূপে তাঁকে জানতে পারেন, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২৮) বলা হয়েছে—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥

শ্লোক ৪২

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥ ৪২॥

আদ্যঃ—প্রথম; **অবতারঃ**—অবতার; **পুরুষঃ**—কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু; **পরস্য**—ভগবানের; **কালঃ**—কাল; **স্বভাবঃ**—স্থান; **সৎ**—ফল; **অসৎ**—কারণ; **মনঃ**—মন; **চ**—ও; **দ্রব্যম্**—উপাদানসমূহ; **বিকারঃ**—জড় অহঙ্কার; **গুণঃ**—প্রকৃতির গুণসমূহ;

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ ; **বিরাট্**—পূর্ণ শরীর ; **স্বরাট্**—গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ; **স্থাস্নু**—স্থাবর ; **চরিষ্ণু**—জঙ্গম ; **ভূম্নঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু পরমেশ্বর ভগবানের প্রথম অবতার, এবং তিনি নিত্যকাল, স্বভাব, কার্যকারণাত্মক প্রকৃতি, মন, মহাভূত, অহঙ্কার-তত্ত্ব, প্রকৃতির গুণসমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, বিরাটরূপ, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, স্থাবর, জঙ্গম আদি সমস্ত জীব সমষ্টির ঈশ্বর।

তাৎপর্য

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে জড় সৃষ্টি নিত্য নয়। জড় সৃষ্টি সর্বশক্তিমান ভগবানের জড়া প্রকৃতির ক্ষণিক প্রকাশ মাত্র। যে সমস্ত বদ্ধ জীব অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে অনিচ্ছুক, তাদের একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য এই জড়া প্রকৃতির প্রয়োজন। এই প্রকার বদ্ধ জীবাত্মারা চিন্ময় ধামে মুক্ত জীবন লাভ করতে পারে না কেননা তারা তাদের হৃদয়ে ভগবানকে সেবা করতে চায় না, পক্ষান্তরে কৃত্রিমভাবে ভগবান সেজে ভোগ করতে চায়।

জীব তার স্বরূপে ভগবানের নিত্য দাস, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের স্বাতন্ত্র্যের অসদ্ব্যবহার করে ভগবানের সেবা করতে চায় না ; তাই মায়া নামক এই জড় জগতে তাদের ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। একে বলা হয় মায়া, কেননা ভগবানের মোহময়ী শক্তির প্রভাবে ভোক্তা না হওয়া সত্ত্বেও জীব নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করে।

এই প্রকার মায়াচ্ছন্ন জীবদের পুনঃ পুনঃ সুযোগ দেওয়া হয় বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হয়ে (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*) জড়া প্রকৃতির ভোক্তা হওয়ার বিকৃত মনোভাব সংশোধন করার।

অনিত্য জড় সৃষ্টি ভগবানের জড়া প্রকৃতির প্রদর্শন, এবং তার ব্যবস্থাপনার জন্য পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু রূপে অবতরণ করেন, ঠিক যেমন রাষ্ট্র-সরকার অস্থায়ী কার্যকলাপের দেখাশোনার জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে নিযুক্ত করে। এই কারণোদক্‌শায়ী বিষ্ণু প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে (*সঐক্ষত*) এই অনিত্য জড় জগতকে প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে *জগৃহে পৌরুষং রূপম্* শ্লোকটির আলোচনার মাধ্যমে সেই বিষয়টি ইতিপূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি। জড় সৃষ্টির মায়িক প্রকাশের স্থিতিকে বলা হয় কল্প, এবং আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি কিভাবে কল্প-কল্পান্তরে সৃষ্টির প্রকাশ হয়। ভগবান তাঁর অবতার এবং শক্তিময় কার্যকলাপের মাধ্যমে জড় জগতের সমস্ত উপাদান সৃষ্টি করেন, যথা কাল, অন্তরীক্ষ, কারণ, কার্য, মন, স্থূল এবং সূক্ষ্ম পদার্থ, এবং প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমোগুণের সঙ্গে তাদের প্রতিক্রিয়া ; এবং তারপর ইন্দ্রিয়সমূহ ও তাদের মূল উৎস, দ্বিতীয় অবতার গর্ভোদক্‌শায়ী বিষ্ণুরূপে বিরাট বিশ্বরূপ এবং দ্বিতীয় পুরুষাবতার থেকে উৎপন্ন স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীব।

সৃষ্টির এই সমস্ত উপাদান এবং পূর্ণ জড় সৃষ্টি পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ; কোনকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বতন্ত্র নয়। জড় জগতে ভগবানের প্রথম অবতার কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অংশ, যে সম্বন্ধে ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫/৪৮) বর্ণনা করা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

মহাবিষ্ণু বা কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর একটি নিশ্বাসের মাধ্যমে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ প্রকাশিত হয়, আর সেই মহাবিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের একটি অংশ মাত্র।

শ্লোক ৪৩-৪৫

অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজেশা
দক্ষাদয়ো যে ভবদাদয়শ্চ।
স্বর্লোকপালাঃ খগলোকপালা
নৃলোকপালাস্তললোকপালাঃ॥ ৪৩॥
গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-চারণেশা
যে যজ্ঞরক্ষোরগনাগনাথাঃ।
যে বা ঋষীণামৃষভাঃ পিতৃণাং
দৈত্যেন্দ্রসিদ্ধেশ্বরদানবেন্দ্রাঃ।
অন্যে চ যে প্রেতপিশাচভূত—
কুষ্মাণ্ডযাদোমৃগপক্ষ্যধীশাঃ॥ ৪৪॥
যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্ব-
দোজঃসহস্বদ্বলবৎক্ষমাবৎ।
শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং
তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্॥ ৪৫॥

অহম্—আমি (ব্রহ্মাজী); **ভবঃ**—শিব; **যজ্ঞঃ**—ভগবান বিষ্ণু; **ইমে**—এই সমস্ত; **প্রজা-ঈশাঃ**—সমস্ত জীবের পিতা; **দক্ষ-আদয়ঃ**—দক্ষ, মরীচি, মনু ইত্যাদি; **যে**—যারা; **ভবৎ**—তুমি; **আদয়ঃ চ**—এবং কুমারগণ (সনৎ কুমার এবং তাঁর ভাইয়েরা); **স্বর্লোক-পালাঃ**— স্বর্গলোকের নায়কগণ; **খগলোক-পালাঃ**—অন্তরীক্ষে

বিচরণকারীদের নায়কগণ; **নৃলোক-পালাঃ**—মনুষ্যদের নেতাগণ; **তললোক-পালাঃ**—নিম্নলোকসমূহের নায়কগণ; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বলোকের অধিবাসীগণ; **বিদ্যাধর**—বিদ্যাধর লোকের অধিবাসীগণ; **চারণ-ঈশাঃ**—চারণদের নায়কগণ; **যে**—অন্যেরা; **যক্ষ**—যক্ষদের নায়কগণ; **রক্ষ**—রাক্ষসগণ; **উরগ**—সর্পগণ; **নাগ-নাথাঃ**—(পৃথিবীর নীচে) নাগ-লোকের নায়কগণ; **যে**—অন্যেরা; **বা**—ও; **ঋষীনাম্**—ঋষিদের; **ঋষভাঃ**—প্রমুখ; **পিতৃণাম্**—পিতৃপুরুষদের; **দৈত্য-ইন্দ্র**—দৈত্যদের নায়কগণ; **সিদ্ধ-ঈশ্বর**—সিদ্ধলোকের নায়কগণ; **দানব-ইন্দ্রাঃ**—দানবদের নায়কগণ; **অন্যে**—তারা ছাড়া; **চ**—ও; **যে**—যারা; **প্রেত**—প্রেতাত্মা; **পিশাচ**—পিশাচ; **ভূত**—ভূত; **কুষ্মাণ্ড**—কুষ্মাণ্ড নামক প্রেতাত্মা; **যাদঃ**—জলচর; **মৃগ**—পশু; **পক্ষ্যধীশাঃ**—পক্ষীশ্রেষ্ঠগণ; **যৎ**—যা কিছু; **কিঞ্চ**—এবং অন্য সব কিছু; **লোকে**—সংসারে; **ভগবৎ**—অসাধারণ ঐশ্বর্য বা শক্তিসমন্বিত; **মহস্বৎ**—বিশেষ মাত্রায়; **ওজঃ-সহস্বৎ**—বিশিষ্ট মানসিক এবং ইন্দ্রিয়ের দক্ষতা সমন্বিত; **বলবৎ**—শক্তিসমন্বিত; **ক্ষমাবৎ**—ক্ষমাযুক্ত; **শ্রী**—সৌন্দর্য; **হ্রী**—পাপকর্ম সাধনে লজ্জিত; **বিভূতি**—ঐশ্বর্য; **আত্মবৎ**—বুদ্ধিসম্পন্ন; **অদ্ভুত**—আশ্চর্যজনক; **অর্ণম্**—জাতি; **তত্ত্বম্**—বিশিষ্ট সত্য; **পরম**—দিব্য; **রূপবৎ**—রূপসম্পন্ন; **অস্বরূপম্**—ভগবানের রূপ নয়।

অনুবাদ

আমি স্বয়ং (ব্রহ্মা), শিব, ভগবান বিষ্ণু, দক্ষ আদি প্রজাপতি, তোমরা (নারদ তথা কুমারগণ) ইন্দ্র, চন্দ্র আদি স্বর্গলোকের অধিপতিগণ, ভূবর্লোকের অধিপতিগণ, মনুষ্যলোকের অধিপতিগণ, পাতালাদির অধিপতিগণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও চারণলোকের অধিপতিগণ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প ও নাগকুলের নায়কগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেশ্বর ও দানবেন্দ্রগণ, অন্যান্য যে সমস্ত প্রেত, পিশাচ, ভূত, কুষ্মাণ্ড, জলচর, পশু এবং পক্ষীকুলের অধিপতিগণ এবং এই জগতে যা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, তেজযুক্ত, ইন্দ্রিয় শক্তিযুক্ত, মনোশক্তিযুক্ত, বলবান, শোভাসম্পন্ন, লজ্জাযুক্ত, বিভূতিসম্পন্ন, বুদ্ধিযুক্ত, আশ্চর্যজনক, রূপবান ও অরূপ তা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত শক্তির এক অংশ মাত্র।

তাৎপর্য

উপরের তালিকায়, ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জীব ব্রহ্মাজী থেকে শুরু করে, শিব, বিষ্ণু, নারদ, দেবতা, মানুষ, অতিমানব, মুনি, ঋষি, অসাধারণ শক্তি এবং ঐশ্বর্যসম্পন্ন নিম্নস্তরের প্রাণী যথা প্রেত, পিশাচ, ভূত, শয়তান, জলচর, পক্ষী এবং পশু এদের সকলকে পরমেশ্বর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের কেউই পরমেশ্বর ভগবান নন; তারা সকলেই কেবল ভগবানের মহাশক্তির এক অংশমাত্রের অধিকারী। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা জড় জগতের আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ দর্শন করে বিস্মিত হয়, ঠিক যেমন আদিবাসীরা বজ্রপাত, বিশাল বটবৃক্ষ, অথবা অরণ্যে উত্তুঙ্গ পর্বত দর্শন করে

ভয়ে ভীত হয়। এই প্রকার অনুন্নত মানুষেরা ভগবানের শক্তির এক নগণ্য অংশ দর্শন করে মোহিত হয়। তাদের থেকে যারা একটু উন্নত তারা দেবদেবীদের শক্তি দর্শন করে মোহিত হয়।

তাই, যারা ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব না জেনে, কেবল তাঁর সৃষ্টির যে কোন বস্তুর শক্তি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়, তাদের বলা হয় শাক্ত বা মহাশক্তির উপাসক। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও প্রাকৃত ঘটনার আশ্চর্যজনক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দর্শন করে মোহিত হয়, তাই তারাও শাক্ত। এই সমস্ত নিম্নস্তরের মানুষেরা ধীরে ধীরে সৌরীয় স্তরে (সূর্যদেবতার উপাসক) অথবা গাণপত্য স্তরে (জনতা-জনার্দন বা দরিদ্র-নারায়ণ ইত্যাদি রূপে জনসাধারণের বা গণপতির পূজক) উন্নীত হয়; তারপর নিত্য আত্মার অনুসন্ধানে শৈব স্তরে উন্নীত হয়, এবং তারপর আদি বিষ্ণুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দের তত্ত্ব সম্বন্ধে না জেনেই বিষ্ণু, পরমাত্মা ইত্যাদির পূজকের স্তরে উন্নীত হয়।

অপরপক্ষে কেউ কেউ জাতি, রাষ্ট্র, পশু পক্ষী, ভূত, প্রেত, ইত্যাদির পূজা করে। দুঃখ-দুর্দশার দেবতা শনি, বসন্ত রোগের দেবতা শীতলাদেবী ইত্যাদির পূজা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত, এবং বহু মূর্খ মানুষ জনসাধারণের অথবা দরিদ্র মানুষদের পূজা করে। এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি, সমাজ, গোষ্ঠী, ইত্যাদি ভ্রান্তিবশত বিভিন্ন শক্তিশালী বস্তুকে ভগবান বলে মনে করে ভগবানের শক্তির প্রকাশের পূজা করে।

কিন্তু এই শ্লোকে ব্রহ্মাজী উপদেশ দিয়েছেন যে তাদের কেউই পরমেশ্বর ভগবান নয়; তারা কেবল সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান তাঁর বিভিন্ন অংশ মাত্র। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান যখন উপদেশ দিয়েছেন কেবল তাঁরই পূজা করতে, তখন বুঝতে হবে যে তাঁর পূজা করা হলে অন্য সকলেরই পূজা হয়ে যায়। কেননা তিনি, শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই পরম উৎস, তাই সকলেই তার অন্তর্ভুক্ত।

বৈদিক শাস্ত্রে যখন ভগবানকে নিরাকার বলে বর্ণনা করা হয়, তখন বুঝতে হবে, উপরে যে সমস্ত রূপগুলি বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি সব জাগতিক জ্ঞানে অনুভবের অন্তর্গত ভগবানের দিব্য শক্তিরই বিভিন্ন প্রদর্শন এবং তাদের কেউই ভগবানের চিন্ময় রূপের বাস্তবিক প্রতিনিধিত্ব করে না। কিন্তু ভগবান যখন প্রকৃতই এই পৃথিবীতে অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডের কোনখানে অবতরণ করেন, তখন অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাঁকে তাদেরই মতো একজন বলে ভুল করে এবং কল্পনা করে যে চিন্ময় মানে হচ্ছে নিরাকার অথবা নির্বিশেষ।

প্রকৃতপক্ষে ভগবান নিরাকার নন, অথবা বিরাটরূপের অন্তর্গত সমস্ত রূপের মধ্যে কোন একটি রূপ নন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান সম্বন্ধে জানতে হলে ব্রহ্মাজীর নির্দেশ অনুসারে তাঁর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

শ্লোক ৪৬

প্রাধান্যতো যানৃষ আমনন্তি
লীলাবতারান্ পুরুষস্য ভূম্নঃ।
আপীয়তাং কর্ণকষায়শোষা—
ননুক্রমিষ্যে তে ইমান্ সুপেশান্ ॥ ৪৬ ॥

প্রাধান্যতঃ—প্রধানত ; **যান্**—এই সমস্ত ; **ঋষে**—হে নারদ ; **আমনন্তি**—পূজা করে ; **লীলা**—লীলা ; **অবতারান্**—অবতারগণ ; **পুরুষস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **ভূম্নঃ**—পরম ; **আপীয়তাম্**—তোমার আস্বাদনের জন্য ; **কর্ণ**—কর্ণ ; **কষায়ঃ**—কলুষ ; **শোষান্**—শোষণ করে ; **অনুক্রমিষ্যে**—ক্রমশ বলব ; **তে**—তারা ; **ইমান্**—যেইভাবে তারা আমার হৃদয়ে রয়েছে ; **সুপেশান্**—শ্রুতিমধুর।

অনুবাদ

হে নারদ, সেই পরম পুরুষের লীলাবতারদের কথা শ্রবণ করলে অন্য কথা শ্রবণ করার বাসনারূপ কলুষ বিদূরিত হয়। সেই সমস্ত লীলা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর এবং আস্বাদনীয়। তাই তারা আমার হৃদয়ে সর্বদাই বিরাজমান।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের (১/৫/৮) শুরুতেই বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ শ্রবণ করার সুযোগ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রবণেন্দ্রিয় পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হতে পারে না। তাই ব্রহ্মাজী এই শ্লোকে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহের বর্ণনা করার মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রত্যেক জীবের শ্রুতিমধুর বাণী শ্রবণ করার প্রবণতা রয়েছে, এবং আমাদের সকলেরই বেতারের খবর এবং অন্যান্য বার্তা শ্রবণ করার প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত খবর শুনে আমাদের হৃদয় কখনো তৃপ্ত হয় না। এই অতৃপ্তির কারণ হচ্ছে আত্মার অন্তরতম প্রদেশের যে চাহিদা, তার সঙ্গে এই সমস্ত সংবাদের কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু শ্রীল ব্যাসদেব এই অপ্রাকৃত শাস্ত্রটি (শ্রীমদ্ভাগবত) নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে জনসাধারণের পরম পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণনার মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রস্তুত করেছেন।

ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ প্রধানত দুই প্রকার। প্রথমটি জড় সৃজনাত্মক শক্তির জাগতিক প্রকাশ এবং অন্যটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ভগবানের বিভিন্ন অবতারে লীলাবিলাসের বর্ণনা। নদীর অসংখ্য তরঙ্গের মতো ভগবানের অসংখ্য অবতার রয়েছে। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা জড় জগতে ভগবানের সৃজনাত্মক শক্তি সম্বন্ধে অধিক উৎসাহী, এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হওয়ার ফলে তারা

বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে সৃষ্টি সম্বন্ধীয় নানা রকম মতবাদ প্রস্তুত করে। ভগবানের ভক্তেরা কিন্তু ভালভাবেই জানেন কিভাবে ভগবানের জড়া শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়। তাই তাঁরা এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান যে অপ্রাকৃত লীলা বিলাস করেন তার প্রতি অধিক আকৃষ্ট।

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপের ইতিহাস, এবং যে সমস্ত মানুষ শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণে উৎসাহী তাদের হৃদয়ের সঞ্চিত কলুষ অচিরেই বিদূরিত হয়। বাজারে হাজার হাজার আবর্জনাসদৃশ গ্রন্থ পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে যার রুচি হয়েছে,তিনি এই সমস্ত নোংরা গ্রন্থের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত হয়ে পড়েন। এইভাবে ব্রহ্মাজী ভগবানের প্রধান প্রধান অবতারদের বর্ণনা করার প্রয়াস করেছেন যাতে নারদমুনি দিব্য অমৃতের মতো সেগুলি পান করতে পারেন।

ইতি "পুরুষ-সূক্তের স্বীকৃতি" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।